ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৩ ॥

সুতাং দত্ত্বানবদ্যাঙ্গীং বলায় বলশালিনে।
বদর্য্যাখ্যং গতো রাজা তপ্তুং নারায়ণাশ্রমম্ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(ততঃ) রাজা বলশালিনে (বলবতে) বলায় (বলদেবায়) অনবদ্যাঙ্গীং (অতীব সুন্দরীং) সুতাং (রেবতীং) দত্ত্বা তপ্তুং (তপঃ কর্ত্তুং) বদর্য্যাখ্যং নারায়ণাশ্রমং গতঃ (বদরিকাশ্রমং গতবান্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর রাজা মহাবলশালী শ্রীবলদেবকে পরমাসুন্দরী কন্যা সমর্পণ করিয়া তপস্যার্থে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের
অন্বয়, অনুবাদ, মধ্য, তথ্য,
বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

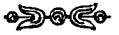

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ—
নাভাগো নভগাপত্যং যং ততং ভ্রাতরং কবিম্।
যবিষ্ঠং ব্যভজন্ দায়ং ব্রহ্মচারিণমাগতম্ ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নভগ, তৎপুত্র নাভাগ ও অম্বরীষের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

মনুপুত্র নভগের তনয় নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে অবস্থান করায় তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ নাভাগের অংশ কল্পনা না করিয়াই পৈতৃকধন পরস্পর বণ্টন করিয়া লন, পরে নাভাগ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পৈতৃক ধনের স্বীয় অংশ প্রার্থনা করিলে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ তদীয় পিতাকেই তাহার অংশরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেন। নাভাগ পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের কথা নিবেদন করিলেন। পিতা নভগ নাভাগকে ভ্রাতৃগণের প্রতারণামূলক বাক্যের অসারত্ব জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার জীবিকানির্বাহের উপায় স্বরূপ অঙ্গির গোত্রীয় মুনিবৃন্দের যজ্ঞে গমনপূর্ব্বক বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় দুইটী সূক্তপাঠ করাইতে উপদেশ করিলেন। নাভাগ পিতার বাক্য যথাযথ পালন করিলে পূর্ব্বোক্ত ঋষিবৃন্দ তাঁহাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধনসমূহ প্রদান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু মহাদেব নাভাগকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমে যজ্ঞভূমিগত ধনগ্রহণে বাধা প্রদান করেন, পরে তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধনসমূহ ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হন।

নাভাগ হইতে পরম ভাগবত অম্বরীষের আবির্ভাব। এই অম্বরীষ সমগ্র পৃথিবীর অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য্যকে নশ্বর ও জীবের অধোগতির কারণ, মোহোৎপাদক জানিয়া ধনাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়াধিপতি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়া যুক্তবৈরাগ্যাবলম্বনে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার লৌকিকী ও যজ্ঞাদিবৈদিকী ক্রিয়া ভক্তির অনুকূলে বহু আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু অম্বরীষ যাবতীয় ধন, জন, স্ত্রী, পুত্রাদিতে মোহাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের ভজন শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে রত থাকিতেন। ভোগবাসনার কথা দূরে থাকুক যোগিগণদুর্ল্লভ মুক্তি বাসনাও তিনি দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পরম ভাগবত অম্বরীষ একসময় বৃন্দাবনে দ্বাদশী ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। একদিন উপবাসান্তে দ্বাদশীর পারণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় দুর্ব্বাসা তদ্‌গৃহে আসিয়া অতিথি হইলেন। রাজা দুর্ব্বাসাকে যথোচিত সম্মান করিয়া তদীয় গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। দুর্ব্বাসা রাজার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া মাধ্যাহ্নিককৃত্য সমাপনার্থ কালিন্দীতটে গমন করিলেন এবং তথায় ব্রহ্মচিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া গেলেন আর শীঘ্র প্রত্যাগমন করিলেন না। এদিকে পারণ সময় অতীত হয় দেখিয়া রাজা ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে জলমাত্র গ্রহণ করিয়া ব্রত রক্ষা করিলেন। দুর্ব্বাসা যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অম্বরীষের প্রতি তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে স্বীয় জটাদ্বারা কালাগ্নিতুল্যা এক কৃত্যা নির্ম্মাণ করিয়া অম্বরীষকে ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন। ভক্তরক্ষক ভগবান্ পরমভাগবত অম্বরীষকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় চক্রকে প্রেরণ করিলেন। সুদর্শনচক্র কৃত্যানল ধ্বংস করিয়া বৈষ্ণবাপরাধী দুর্ব্বাসাকে আক্রমণ করিলেন। দুর্ব্বাসা ভয়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ক্রমে ক্রমে শিবলোক, ব্রহ্মলোক গমন করিলেন। কিন্তু কোথায়ও নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু নারায়ণও বৈষ্ণবাপরাধীকে কৃপা করেন না। যে বৈষ্ণবের সমীপে অপরাধ হয় তিনি ইচ্ছা করিলেই অপরাধীর নিস্তার নতুবা বৈষ্ণবাপরাধীর আর গতি নাই। সুতরাং নারায়ণ দুর্ব্বাসার নিকট ভক্তিবলে মুক্তিতুচ্ছকারী, ভগবৎ-সেবা-পরিতৃপ্ত ভক্তের মাহাত্ম্য ও নিজের ভক্তাধীনতা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে অম্বরীষের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। নভগাপত্যং (নভগস্য অপত্যং) নাভাগঃ (তন্নামকঃ আসীৎ) ব্রহ্মচারিণং (বহুকালং গুরুগৃহে বসন্তং নৈষ্ঠিকোঽসাবিতি মত্বা বিভাগসময়ে তস্মৈ ভাগমকল্ম্যৈব সর্ব্বং দায়ং বিভজ্য গৃহীত্বা পশ্চাৎ) আগতং কবিং (বিদ্যাংসং) যবিষ্ঠং (কনিষ্ঠং) যং (ভাগার্থিনং নাভাগং প্রতি) ভ্রাতরঃ (জ্যেষ্ঠাঃ) ততং (তাতং পিতরং) দায়ং (ভাগং) ব্যভজন্ (কল্পয়ামাসুঃ, পিতা এব তব ভাগঃ ইতি নির্দ্দিষ্টবন্তঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—নভগের পুত্র নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ মনে করিলেন নাভাগ বৃহদ্ব্রতী হইয়াছেন, তিনি আর প্রত্যাগমন করিবেন না; অতএব তাঁহারা নাভাগের অংশ কল্পনা না করিয়াই পিতৃধন বণ্টন করিয়া লইলেন পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্বান্ নাভাগ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃধনের স্বীয় অংশ প্রার্থনা করিলে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ তদীয় পিতাকেই তদংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্থে নভগাখ্যানমম্বরীষকথা তথা।
দুর্ব্বাসসো জটোৎক্ষেপস্তাপশ্চক্রেণ চোচ্যতে ॥০॥

মনুপুত্রস্য নভগস্যাপত্যং নাভাগঃ। যং গুরুকুলাদধীত্য আগতং কবিং বিদ্বাংসং যবিষ্ঠমনুজং ভাগার্থিনং প্রতি ততং তাতমেব দায়ং ব্যভজন্ দদুঃ ন তু পৈতৃকং কিমপি ধনং, তদাগমনাৎ পূর্ব্বমেব স নৈষ্ঠিকোঽভূন্নাগমিষ্যতীতি মত্বা সর্ব্বধনস্য স্বৈর্বিভজ্য গৃহীতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়ে মনুপুত্র নভগের বংশবর্ণন, নাভাগ-চরিত কথন, অম্বরীষের উপাখ্যান, দুর্ব্বাসার জটা-নিক্ষেপে কৃত্যার উৎপত্তি এবং সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাঁহার তাপ-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

মনুর পুত্র নভগ, তাঁহার পুত্র নাভাগ। 'যং'—যিনি গুরুগৃহ হইতে অধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় পৈতৃক ধন প্রার্থনা করিলে, জ্যেষ্ঠ সহোদরগণ সেই জ্ঞানী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রাপ্য ভাগরূপে পিতাকেই দান করিলেন, কিন্তু কোন পৈতৃক ধনসম্পত্তি নহে, কারণ তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়াছেন, আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না, এরূপ মনে করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ নিজেদের মধ্যে পিতার সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন ॥১॥

ভ্রাতরোঽভাঙ্ক্ত কিং মহ্যং ভজাম পিতরং তব।
ত্বাং মমার্য্যাস্ততাভাঙ্ক্ষুর্মাপুত্রক তদাদৃথাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(এতদেব প্রশ্নোত্তরাভ্যাং দর্শয়তি, নাভাগঃ পৃচ্ছতি হে) ভ্রাতরঃ ! মহ্যং (মাং প্রতি) কিম্ অভাঙ্ক্ত (যূয়ং কং ভাগং প্রকল্পিতবন্তঃ ভ্রাতরঃ আহুঃ) তব (ত্বাং প্রতি) পিতরং ভজামঃ (বিভজামঃ, পূর্ব্বং বিভাগকালে তব ভাগকল্পনং বিস্মৃতমস্মাভিঃ ইদানীং ত্বং পিতরং গৃহাণ, ইত্যর্থঃ, স চ পিতরং গত্বাহ হে) তত ! (হে তাত !) আর্য্যাঃ (জ্যেষ্ঠাঃ) মম (মাং প্রতি) ত্বাম্ অভাঙ্ক্ষুঃ (ভাগং চক্রুঃ, মদীয়ঃ ভাগস্ত্বমিত্যর্থঃ, পিতা আহ হে) পুত্রক ! তৎ (তৈঃ উক্তং বাক্যং) মাদৃথাঃ (প্রতারণামাত্রং, তস্মিন্ আদরং মাকার্ষীঃ ন হি অহং দায় ইব ভোগসাধনমিত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—নাভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভ্রাতৃবর্গ, তোমরা কি আমার জন্য পৈতৃকধনের অংশ রাখিয়াছ ? তদুত্তরে ভ্রাতৃবর্গ বলিলেন—আমরা তোমার জন্য পিতাকেই অংশরূপে রাখিয়াছি, তৎশ্রবণে নাভাগ পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন—হে পিতঃ ! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ আপনাকেই আমার দায় অর্থাৎ পিতৃধনের অংশরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, পিতা বলিলেন হে বৎস ! তাহাদের ঐ প্রকার উক্তি প্রতারণামূলক ঐ বাক্যে আদর করিও না, আমি বিষয়ের অংশস্বরূপ ভোগ্যবস্তু নহি ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তৎকথামেব প্রশ্নোত্তরাভ্যামাহ তত্র নাভাগঃ পৃচ্ছতি। হে ভ্রাতরঃ মহ্যং কিং অভাঙ্ক্ত ব্যভজত কং ভাগং মদর্থং যূয়ং প্রকল্পিতবন্তঃ। ভ্রাতর আহুঃ তদানীং তব বৈরাগ্যং শ্রুত্বা ভাগো ন প্রকল্পিতঃ ইদানীং তু তব পিতরমেব ভজামঃ, ত্বদ্ভাগত্বেন পিতরং প্রকল্পয়ামঃ ত্বং সর্ব্বধনোপার্জ্জকং পিতরং গৃহাণেত্যর্থঃ। ততশ্চ স পিতরমাগত্যাহ হে তাত আর্য্যা জ্যেষ্ঠা মম ভাগং ত্বামভাঙ্ক্ষুঃ মদীয়ো ভাগস্ত্বমভূরিত্যর্থঃ। কিং মমার্য্যাস্ততাভাঙ্ক্ষুরিতি পাঠে হে তাত কিমিদং মমাভাঙ্ক্ষুর্ভজাম পিতরং তবেত্যুক্তবন্তঃ। আর্য্যাস্ত্বাং মহ্যং কিমর্থং দদুরিত্যর্থঃ। পিতা আহ। হে পুত্রক মদনুকম্প্য সূনো তৈরুক্তং তৎ মা আদৃথাঃ নহ্যহং দায় ইব ভোগসাধনমিত্যর্থঃ ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই কথাই প্রশ্নোত্তররূপে বলিতেছেন। নাভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভ্রাতৃগণ ! আপনারা আমার জন্য কি ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন ? ভ্রাতৃগণ বলিলেন—তৎকালে তোমার বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া কোন ভাগ করি নাই, এখন পিতাকেই তোমার ভাগরূপে দান করিতেছি, সমস্ত ধনের উপার্জ্জক পিতাকেই অংশরূপে গ্রহণ কর, এই অর্থ। তারপর নাভাগ পিতার নিকট যাইয়া বলিলেন—হে পিতঃ ! পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ আপনাকেই আমার অংশরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, অতএব আপনিই আমার ভাগরূপ। 'কিং মমার্য্যাস্ততাভাঙ্ক্ষুঃ'—এইরূপ পাঠে, হে পিতঃ ! জ্যেষ্ঠগণ আপনাকে কি নিমিত্ত আমার ভাগ স্থির করিয়া দিলেন ? —এই অর্থ। পিতা বলিলেন—হে পুত্রক ! অর্থাৎ আমার স্নেহাস্পদ পুত্র ! তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না, কারণ আমি সম্পত্তির ন্যায় ভোগ্য বস্তু নহি ॥ ২ ॥

ইমে অঙ্গিরসঃ সত্রমাসতেঽদ্য সুমেধসঃ।
ষষ্ঠং ষষ্ঠমুপেত্যাহঃ কবে মুহ্যন্তি কর্ম্মণি ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(তথাপি তৈঃ ভাগত্বেন দত্তোঽহং তব জীবনোপায়ং উপদেক্ষ্যামীত্যাহ— হে) কবে ! (হে বিদ্বান্) অদ্য (অধুনা) ইমে অঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরোগোত্রসম্ভূতাঃ মুনয়ঃ) সত্রং (যজ্ঞম্) আসতে (কুর্ব্বন্তি পরন্তু) সুমেধসঃ (সুধিয়ঃ অপি তে) ষষ্ঠং ষষ্ঠম্ অহঃ (অভিপ্লবঃ ষড়হো ভবতি, পৃষ্ঠ্যঃ ষড়হো ভবতীতি বিহিতেষু ষড়হেষু আবর্ত্তমানেষু ষষ্ঠং ষষ্ঠং কর্ম্ম) উপেত্য (প্রাপ্য) কর্ম্মণি (তদনুষ্ঠানে সূক্তবিশেষাজ্ঞানেন) মুহ্যন্তি (মুগ্ধাঃ ভবন্তি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—[তথাপি তোমার দায়রূপে (পৈতৃকধনের অংশরূপে) কল্পিত আমি তোমাকে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় উপদেশ করিতেছি] সম্প্রতি অঙ্গিরাগোত্রীয় ঋষিবৃন্দ যজ্ঞ করিতেছেন। তাঁহারা সুবুদ্ধিমান্ হইয়াও প্রতি ষষ্ঠ দিবসের কৃত্যসমূহ অনুষ্ঠান করিতে মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সরলবুদ্ধিনা ময়া ন পুনস্তেষাং পার্শ্বং গন্তব্যমিতি চেৎ তর্হি স্নেহেন তব জীবনোপায়মহমেবোপদেক্ষ্যামীত্যাহ ইমে ইতি সপদাভ্যাং দ্বাভ্যাম্।

অভিপ্লবঃ ষড়হো ভবতীতি বিহিতেষু ষড়হেষ্বাবর্ত্ত্যমানেষু ষষ্ঠং ষষ্ঠমহঃ কর্ম্মোপেত্য প্রাপ্য কর্ম্মণি তদনুষ্ঠানে সুমেধসোঽপি সূক্তবিশেষজ্ঞানেন মুহ্যন্তি। হে কবে বিদ্বন্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি নাভাগ বলেন—সরলবুদ্ধি আমি পুনরায় তাঁহাদের নিকট যাইব না, তাহার উত্তরে পিতা 'ইমে' ইত্যাদি সার্দ্ধ দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—তথাপি স্নেহবশতঃ আমি তোমার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় উপদেশ করিতেছি। 'অভিপ্লবঃ'—অর্থাৎ ছয়দিনে সম্পাদনীয় যজ্ঞীয় কর্ম্মের মন্ত্রবিশেষ না জানায় প্রতি ষষ্ঠ দিবসীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া তাঁহারা 'সুমেধসোঽপি'—অতিশয় মেধাবী হইলেও বিভ্রান্ত হইতেছেন। 'কবে'—হে বিদ্বন্ ॥ ৩ ॥

তাংস্ত্বং শংসয় সূক্তে দ্বে বৈশ্বদেবে মহাত্মনঃ।
তে স্বর্যান্তো ধনং সত্রপরিশেষিতমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
দাস্যন্তি তেঽথ তানর্চ্ছতথা স কৃতবান্ যথা।
তস্মৈ দত্ত্বা যযুঃ স্বর্গং তে সত্রপরিশেষণম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং মহাত্মনঃ তান্ (প্রতি) বৈশ্বদেবে (বৈশ্বদেববিষয়কে) যে সূক্তে শংসয় (পাঠয়, ততঃ কর্ম্মণি সমাপ্তে সতি) তে (অঙ্গিরসঃ) স্বঃ (স্বর্গং) যন্তঃ (গচ্ছন্তঃ সন্তঃ) সত্রপরিশেষিতং (সত্রে পরিশেষিতম্ অবশিষ্টম) আত্মনঃ ধনং তে (তুভ্যং) দাস্যন্তি অথ (তস্মাৎ) তান্ অর্চ্ছ (গচ্ছ) সঃ (নাভাগঃ) তথা (তেন প্রকারেণ সর্ব্বং পিত্রাদেশং) যথা (যথাবৎ) কৃতবান্ (ততঃ) তে (অঙ্গিরসঃ) তস্মৈ (নাভাগায়) সত্রপরিশেষণং (যজ্ঞাবশিষ্টম্ আত্মধনং) দত্ত্বা স্বর্গং যযুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ৪-৫ ॥

অনুবাদ—তুমি (তত্র গমনপূর্ব্বক) সেই মহাত্মাদিগকে বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় দুইটী সূক্ত পাঠ করাও। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে স্বর্গগমনসময়ে অঙ্গিরাগোত্রীয় ঋষিগণ তোমাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধন প্রদান করিবেন, অতএব তুমি তথায় গমন কর। নাভাগ পিতার আদেশ যথাযথ পালন করিলে অঙ্গিরাগোত্রীয় ঋষিবর্গ তাঁহাকে যজ্ঞাবশিষ্ট ধন প্রদান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—তান্ মহাত্মনোঽপি ইদমিত্থং রৌদ্রমিতি চ যে যজ্ঞেন দক্ষিণয়েতি চ ত্বং বৈশ্বদেবে দ্বে সূক্তে শংসয় পাঠয়। ততশ্চ তে স্বর্যন্তঃ স্বর্গং গচ্ছন্তঃ, তথেতি শুকবাক্যম্ ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তান্ মহাত্মনঃ'—তুমি যাইয়া সেই মহাত্মাদিগকে 'ইদমিত্থং রৌদ্রম্' এবং 'তে যজ্ঞেন দক্ষিণয়া'—এই বৈশ্বদেব-সম্বন্ধী মন্ত্র দুইটি পাঠ করাও। তাঁহারা স্বর্গে যাইবার সময় তোমাকে যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন দিয়া যাইবেন; 'তান্ অর্চ্ছ'—অতএব তুমি তাঁহাদের নিকট গমন কর। 'তথা স কৃতবান্'—অনন্তর নাভাগ পিতার উপদেশানুসারে কার্য্য করিলেন ইত্যাদি শ্রীল শুকদেবের বাক্য ॥ ৪-৫ ॥

ত্বং কশ্চিৎ স্বীকরিষ্যন্তং পুরুষঃ কৃষ্ণদর্শনঃ।
উবাচোত্তরতোঽভ্যেত্য মমেদং বাস্তুকং বসু ॥৬॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) কৃষ্ণদর্শনঃ (কৃষ্ণরূপঃ) কশ্চিৎ পুরুষঃ (শ্রীরুদ্রঃ ইত্যর্থঃ) উত্তরতঃ (উত্তরস্যাং দিশঃ) অভ্যেত্য (তত্রাগত্য) স্বীকরিষ্যন্তং (ধনং গ্রহীষ্যন্তং) তং (নাভাগং প্রতি) ইদং বাস্তুকং (যজ্ঞভূমিগতং) বসু (ধনং) মম (মম ভবতীতি) উবাচ (উক্তবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর নাভাগ ধন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে কৃষ্ণবর্ণ কোন পুরুষ উত্তরদিক্ হইতে আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"এই যজ্ঞভূমিগত ধনসমূহ আমার" ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষঃ শ্রীরুদ্রঃ কৃষ্ণদর্শনঃ শ্যামবর্ণঃ। যদ্বা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তং কৃষ্ণং সদা পশ্যতীতি সঃ, বাস্তুকং যজ্ঞবাস্তুগতম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষঃ কৃষ্ণদর্শনঃ'—শ্যামবর্ণ এক পুরুষ, অর্থাৎ শ্রীরুদ্র, অথবা—স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা দর্শন করেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণদর্শন। 'বাস্তুকং'—যজ্ঞক্ষেত্রস্থিত এই ধন আমার ॥ ৬ ॥

মমেদমৃষিভির্দত্তমিতি তর্হি স্ম মানবঃ।
স্যান্নৌ তে পিতরি প্রশ্নঃ পৃষ্টবান্ পিতরং যথা ॥৭॥

অন্বয়ঃ—তর্হি স্ম (তদৈব) মানবঃ (নাভাগঃ) ঋষিভিঃ দত্তম্ ইদং (ধনং) মম (ভবতি) ইতি (আহ, ততঃ শ্রীরুদ্র উবাচ) নৌ (আবয়োঃ অস্মিন্ বিবাদে) তে (তব) পিতরি (পিতরং প্রতি) প্রশ্নঃ স্যাৎ (কস্য ধনমিদমিতি জিজ্ঞাসা ভবতু, ততঃ নাভাগঃ) যথা (যথাবৎ) পিতরং পৃষ্টবান্ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তখন নাভাগ বলিলেন—এই ধন আমার, ঋষিগণ ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। নাভাগ এইরূপ বলিলে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটী বলিলেন—আমাদের এইরূপ বিবাদস্থলে (মীমাংসার জন্য) তোমার পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের বাক্যে নাভাগ তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি তদৈব মমেদমিতি মানবো নাভাগ উবাচ। নৌ আবয়োরস্মিন্ বিবাদে তে পিতরি প্রশ্নঃ স্যাৎ, পৃষ্টবানিতি শুকোক্তিঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তর্হি'—ঋষিগণ এই ধন আমাকে দিয়াছেন বলিয়া 'মমেদং'—ইহা আমারই হইবে, 'মানবঃ'—মনুবংশীয় নাভাগ ইহা বলিলেন। শ্রীরুদ্র বলিলেন—'নৌ' ইত্যাদি, আমাদের এই বিবাদে তোমার পিতার নিকট প্রশ্ন করা সঙ্গত (অর্থাৎ তিনি মধ্যস্থ করিবেন)। 'পৃষ্টবান্'—নাভাগ পিতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ৭ ॥

যজ্ঞবাস্তুগতং সর্ব্বমুচ্ছিষ্টমৃষয়ঃ কচিৎ।
চক্রুর্হি ভাগং রুদ্রায় স দেবঃ সর্ব্বমর্হতি ॥৮॥

অন্বয়ঃ—(পৃষ্টস্য মনোঃ বাক্যং) ঋষয়ঃ (মুনয়ঃ) কচিৎ (দক্ষযজ্ঞে) যজ্ঞবাস্তুগতং (যজ্ঞভূমিগতম্) উচ্ছিষ্টম্ (উর্ব্বরিতং) সর্ব্বং (বস্তু) রুদ্রায় ভাগং চক্রুঃ হি (রুদ্রভাগত্বেন কল্পয়ামাসুঃ, অপি চ) সঃ দেবঃ (ঈশ্বরঃ) সর্ব্বম্ (এব অর্হতি কিং পুনর্যজ্ঞাবশিষ্টমিত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—নাভাগের পিতা বলিলেন—মুনিগণ দক্ষযজ্ঞে যজ্ঞভূমিগত যাবতীয় যজ্ঞাবশেষ রুদ্রের ভাগরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন অতএব রুদ্রদেবই যজ্ঞভূমিগত সর্ব্ববস্তুর মালিক হইবার যোগ্য ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পিতা উবাচ। যজ্ঞেতি কুচিদিতি দক্ষাধ্বরে উচ্ছেষণভাগো বৈ রুদ্র ইতি শ্রুতেশ্চ। কিঞ্চ স দেব ঈশ্বরঃ সর্ব্বমপ্যর্হতি কিং পুনর্যজ্ঞাবশিষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পিতা বলিলেন—'যজ্ঞবাস্তুগতং', প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞকার্য্যে যে সকল বস্তু উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, ঋষিগণ ঐ সমুদয়কে রুদ্রের ভাগরূপেই স্থির করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীরুদ্রদেবই জগতের সর্ব্ববস্তুর অধিকারী, সুতরাং যজ্ঞাবশিষ্ট এই সকল বস্তুসম্বন্ধে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? ৮ ॥

নাভাগস্তং প্রণম্যাহ তবেশ কিল বাস্তুকম্।
ইত্যাহ মে পিতা ব্রহ্মন্ শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে ॥৯॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) নাভাগঃ ত্বং (শ্রীরুদ্রং) প্রণম্য আহ (উক্তবান্ হে) ঈশ! (হে) ব্রহ্মন্! বাস্তুকং (যজ্ঞভূমিগতং ধনমিদং) কিল (নিশ্চিতং) তব (শ্রীরুদ্রস্য ভবতি) ইতি মে (মম) পিতা আহ (উক্তবান্ অহং) শিরসা (অবনতমস্তকেন) ত্বাং প্রসাদয়ে (তবানুগ্রহং প্রার্থয়ামীত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তাহার পর নাভাগ রুদ্রকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে পরমপূজ্য প্রভো! এই যজ্ঞভূমিগত ধনসমূহ আপনারই, ইহা আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন, এখন আমি অবনতমস্তকে আপনার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি" ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—শিরসা প্রণম্য ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শিরসা'—নতমস্তকে প্রণাম করিয়া আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৯ ॥

যৎ তে পিতাবদদ্ধর্ম্মং ত্বঞ্চ সত্যং প্রভাষসে।
দদামি তে মন্ত্রদৃশো জ্ঞানং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(শ্রীরুদ্রঃ আহ) যৎ (যস্মাৎ) তে (তব) পিতা ধর্ম্মং (সত্যম্) অবদৎ ত্বং চ সত্যং

প্রভাষসে (বদসি অতঃ) মন্ত্রদৃশঃ (মন্ত্রদর্শিনঃ) তে (তব তুভ্যমিত্যর্থঃ) জ্ঞানং (জ্ঞানরূপং) সনাতনং ব্রহ্ম দদামি (সনাতনং ব্রহ্মজ্ঞানং দদামীত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—রুদ্র বলিলেন—তোমার পিতা সত্য বলিয়াছেন, তুমিও সত্য বলিয়াছ সুতরাং আমি মন্ত্রজ্ঞ তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেছি ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—রুদ্র উবাচ ! যত্তে ইতি। ইদং ব্যাখ্যানং শ্রুতিপ্রসিদ্ধং। তথাচ বহ্বৃচব্রাহ্মণং নাভাগে দিষ্টং শংসতীত্যাদি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীরুদ্র বলিলেন—'যৎ তে, অর্থাৎ তোমার পিতা যে যথার্থ ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন এবং তুমিও সত্য কথা বলিতেছ, এইহেতু আমি মন্ত্রদ্রষ্টা তোমাকে সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেছি। এই আখ্যান শ্রুতিপ্রসিদ্ধ, বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে উক্ত আছে—'নাভাগ সত্য বাক্যই বলিয়াছিলেন' ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

গৃহাণ দ্রবিণং দত্তং মৎসত্রপরিশেষিতম্।
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো রুদ্রো ভগবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—মৎসত্রপরিশেষিতং (মদীয় যজ্ঞপরিশিষ্টং) দত্তং (তুভ্যং ময়া দত্তম্ ইদং) দ্রবিণং (ধনঞ্চ) গৃহাণ ধর্ম্মবৎসলঃ (ধর্ম্মানুরাগী) ভগবান্ রুদ্রঃ ইতি উক্ত্বা অন্তর্হিতঃ (বভূবঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আমার এই যজ্ঞাবশিষ্ট ধনও আমি তোমাকে প্রদান করিলাম, এখন তুমি ইহা গ্রহণ কর। এই বলিয়া ধর্ম্মানুরাগী ভগবান্ রুদ্র অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—গতিঞ্চ প্রাপ্নোতীতি শেষঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গতিঞ্চ'—যিনি ইহা স্মরণ করেন, তিনি জ্ঞানবান্, মন্ত্রজ্ঞ ও আত্মার সদ্গতি লাভ করেন ॥ ১২ ॥

য এতৎ সংস্মরেৎ প্রাতঃ সায়ঞ্চ সুসমাহিতঃ।
কবির্ভবতি মন্ত্রজ্ঞো গতিঞ্চৈব তথাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(অস্য আখ্যানস্য স্মরণে ফলমাহ) যঃ (জনঃ) সুসমাহিতঃ (সন্) প্রাতঃ সায়ং চ এতৎ (ইদম্ উপাখ্যানং) সংস্মরেৎ (সম্যক্ স্মরেৎ সঃ) কবিঃ (বিদ্বান্) মন্ত্রজ্ঞঃ (মন্ত্রবিচ্চ) ভবতি তথা আত্মনঃ গতিং চ এব (প্রাপ্নোতীতি শেষঃ) ॥১২॥

অনুবাদ—এই আখ্যান যিনি মনোযোগসহকারে প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবেন তিনি বিদ্বান্ ও মন্ত্রতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়া আত্মগতি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১২॥

নাভাগাদম্বরীষোঽভূন্মহাভাগবতঃ কৃতী।
নাস্পৃশদ্ব্রহ্মশাপোঽপি যং ন প্রতিহতঃ ক্বচিৎ ॥১৩

অন্বয়ঃ—নাভাগাৎ অম্বরীষঃ অভূৎ (জাতঃ) ক্বচিৎ (কুত্রাপি) ন প্রতিহতঃ (অনিবারিতঃ) ব্রহ্মশাপঃ (ব্রাহ্মণেন নির্ম্মিতঃ কৃত্যানলঃ) অপি যম্ (অম্বরীষং) ন অস্পৃশৎ (তস্য কিমপি কর্ত্তুং ন সমর্থোঽভবৎ ইত্যর্থঃ, অতঃ অসৌ) মহাভাগবতঃ (অতএব) কৃতী (পুণ্যবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—নাভাগ হইতে অম্বরীষের আবির্ভাব। তিনি পরমভাগবত ও সুকৃতিবান্ পুরুষ ছিলেন। ব্রহ্মশাপ কোথাও বিফল হয় না, কিন্তু তাহাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যো ব্রহ্মশাপঃ ক্বচিদপি ন প্রতিহতঃ অমোঘত্বাৎ, সোঽত্র ত্বামসৌ দহত্বিতি বাগ্বজ্রসহিতকৃত্যানলপ্রক্ষেপরূপো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মশাপঃ'—অব্যর্থ বলিয়া যে ব্রহ্মশাপ কোথাও প্রতিহত হয় না, তাহা নাভাগতনয় মহাভাগবত অম্বরীষ মহারাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। 'তোমাকে ইহা দগ্ধ করুক'—এই বাগ্বজ্রের সহিত কৃত্যানল নিক্ষেপরূপ ব্রহ্মশাপ বুঝিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি রাজর্ষেস্তস্য ধীমতঃ।
ন প্রাভূদ্যত্র নির্ম্মুক্তো ব্রহ্মদণ্ডো দুরত্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (শ্রীপরীক্ষিৎ) উবাচ। (হে) ভগবন্! ধীমতঃ তস্য রাজর্ষেঃ (অম্বরীষস্য

চরিতং) শ্রোতুম্ ইচ্ছামি, যত্র (যস্মিন্ অম্বরীষে) নির্ম্মুক্তঃ (প্রযুক্তঃ) দুরত্যয়ঃ (দুষ্পরিহার্য্যঃ) ব্রহ্ম-দণ্ডঃ (কৃত্যানলঃ) ন প্রাভূৎ (ন সমর্থো বভুব, মহদিদম্ আশ্চর্য্যমিতিভাবঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে পরমপূজ্য! সুবুদ্ধিমান্ রাজর্ষি অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। (অহো! কি আশ্চর্য্য) অপ্রতিহত দুষ্পরিহার্য্য ব্রহ্মশাপও তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রোতুং চরিতমিতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রোতুম্'—সেই রাজর্ষি অম্বরীষের চরিত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১৪ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

অম্বরীষো মহাভাগঃ সপ্তদ্বীপবতীং মহীম্।
অব্যয়াঞ্চ শ্রিয়ং লব্ধ্বা বিভবঞ্চাতুলং ভুবি। ১৫ ॥
মেনেঽতিদুর্ল্লভং পুংসাং সর্ব্বং তৎ স্বপ্নসংস্তুতম্।
বিদ্বান্ বিভবনির্ব্বাণং তমো বিশতি যৎ পুমান্ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। মহাভাগঃ অম্বরীষঃ সপ্তদ্বীপবতীং (সপ্তদ্বীপসমন্বিতাং) মহীং (পৃথিবীম্) অব্যয়াং (অক্ষয়াং) শ্রিয়ং চ (সম্পদঞ্চ) ভুবি (পৃথিব্যাম্) অতুলং (তুল্যরহিতং) বিভবম্ (ঐশ্বর্য্যং) চ লব্ধ্বা (প্রাপ্য) বিভবনির্ব্বাণং (নাশং) বিদ্বান্ (জানন্) পুংসাং (জনানাম্) অতিদুর্ল্লভম্ (অপি) তৎ সর্ব্বং স্বপ্নসংস্তুতং (স্বপ্নবৎ সংস্তুতং নিরূপিতম্ অনুপাদেয়ং) মেনে (নির্দ্ধারিতবান্) যৎ (বিভবা-সক্তেঃ) পুমান্ (জনঃ) তমঃ বিশতি (মোহে নিমজ্জতি) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—মহাভাগ্যবান্ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপসহ পৃথিবী, অক্ষয় সম্পৎ এবং মধ্যে অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যসকল লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রকার ঐশ্বর্য্য জীবের পক্ষে সুদুর্ল্লভ হইলেও মহারাজ অম্বরীষ উহা স্বপ্নবৎ তুচ্ছবোধ করিতেন, কেননা তিনি জানিতেন—যে ঐ সকল বস্তু নশ্বর, জীব ঐ সকল ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া মোহসাগরে নিমগ্ন হয় ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—পুংসামতিদুর্ল্লভং বিভবঞ্চ লব্ধ্বা তৎ সর্ব্বং স্বপ্নে সংস্তুতমিব মেনে। যতো বিভবস্য নির্ব্বাণং নাশং বিদ্বান্। যৎ যতো বিভবাসক্তেঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুংসাং'—লোকসকলের অতিদুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া অম্বরীষ মহারাজ উহা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন যেহেতু তিনি বিভবের বিনশ্বরতা জানিতেন। 'যৎ'—যতঃ, যে ঐশ্বর্য্যের আসক্তিবশতঃ লোকে নরকে প্রবেশ করে ॥ ১৫-১৬ ॥

———

বাসুদেবে ভগবতি তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু।
প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎ স্মৃতম্

অন্বয়ঃ—(নন্বেবং জানন্তোঽপি বিভবৈষিণো দৃশ্যন্তে তত্রাহ সঃ) ভগবতি বাসুদেবে তদ্ভক্তেষু সাধুষু চ পরং (উত্তমং) ভাবং (ভক্তিং) প্রাপ্তঃ (গতঃ) যেন (ভাবেন) ইদং বিশ্বং লোষ্ট্রবৎ (অতি তুচ্ছং) স্মৃতং (জ্ঞাতং ভবতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষ ভগবান্ বাসুদেবে, তদ্ভক্ত সাধুবৃন্দে পরমভাবময়ী ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ ভাবভক্তিদ্বারা বিশ্বকে লোষ্ট্রের ন্যায় তুচ্ছবোধ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যেন পরমভাবেন প্রেম্না ইদং বিশ্বং লোষ্ট্রবৎ পরামৃষ্টং ভবেৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যেন'—যে পরমভাব অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ করায় তাঁহার নিকট এই বিশ্ব লোষ্ট্রের মত তুচ্ছ বস্তুরূপে প্রতীত হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

———

স বৈ মন কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥ ১৮ ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ ১৯ ॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (অম্বরীষঃ) বৈ (নিশ্চিতং) মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ (কৃষ্ণস্য পদারবিন্দয়োঃ পাদপদ্মযুগলধ্যানে) বচাংসি (বাগিন্দ্রিয়ং) বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে (বৈকুণ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গুণানাম্ অনুবর্ণনে নিরন্তর কীর্ত্তনে) করৌ (হস্তদ্বয়ং) হরেঃ মন্দির-মার্জ্জনাদিষু (কর্ম্মসু) শ্রুতিং (শ্রবণেন্দ্রিয়ম্) অচ্যুত-সৎকথোদয়ে (অচ্যুতস্য সৎকথানাম্ উদয়ে শ্রবণে) দৃশৌ (নেত্রদ্বয়ং) মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে (মুকুন্দস্য লিঙ্গানাম্ আলয়ানি স্থানানি তেষাং দর্শনে) অঙ্গসঙ্গ-মম্ (অঙ্গানাং সঙ্গমং সঙ্গং) তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শে (তস্য মুকুন্দস্য ভৃত্যানাং সেবকানাং গাত্রস্পর্শে) ঘ্রাণং চ (নাসিকাঞ্চ) শ্রীমত্তুলস্যাঃ (শ্রীমত্যাঃ তুলস্যাঃ) তৎপাদসরোজসৌরভে (তৎপাদসরোজেন যৎ সৌর-ভং তস্মিন্) রসনাং (জিহ্বাং) তদর্পিতে (তস্মৈ নিবেদিতান্নাদৌ) পাদৌ (চরণদ্বয়ং) হরেঃ ক্ষেত্র-পদানুসর্পণে (শ্রীবিষ্ণুস্থানপর্য্যটনে) শিরঃ হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে (শ্রীহরিচরণপ্রণামে) কামং চ (স্রক্ চন্দনাদি-সেবায়াং) দাস্যে (দাস্যনিমিত্তং তৎপ্রসাদ-স্বীকারায়) ন তু কামকাম্যয়া (বিষয়েচ্ছয়া) চকার যথা (যেন প্রকারেণ) উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া (ভগ-বদ্ভক্তবিষয়িণী) রতিঃ (আসক্তিঃ ভবেৎ, অনেন চ তদ্ ভক্তেষু পরং ভাবং প্রাপ্ত ইত্যেতৎ স্ফূটীকৃতম্) ॥ ১৮-২০ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষ মনকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যানে, বাক্যসকলকে বৈকুণ্ঠবস্তুর গুণানুকীর্ত্তনে, কর-যুগলকে হরিমন্দিরমার্জ্জনাদি সেবাকার্য্যে, শ্রবণে-ন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণ কথাশ্রবণে, নয়নযুগলকে মুকুন্দমন্দির (মথুরাদিধাম ও বৈষ্ণব)-দর্শনে, ত্বগিন্দ্রিয়কে ভগ-বদ্-ভৃত্যগণের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎপাদ-পদ্মে অর্পিত তুলসীর সৌরভ-গ্রহণে, রসনাকে ভগ-বন্নিবেদিত অন্নাদি আস্বাদনে, চরণযুগলকে মথুরাদি-বিষ্ণুস্থান-পর্য্যটনে, মস্তককে শ্রীহরিচরণ-প্রণামে, কামনাকে ভগবদ্দাস্যে অর্থাৎ ভগবানের দাস্যপ্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিষয়ভোগের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেন নাই। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়সকলকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিলে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের ভক্ত প্রহ্লাদাদিতে রতি অর্থবা ভক্তের ন্যায় ভগবদ্-রতি হইয়া থাকে ॥ ১৮-২০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য প্রেম্নঃ সাধনং ভক্তিযোগমাহ স বৈ ইতি ত্রিভিঃ। মন আদীনাং চকারেত্যনেনান্বয়ঃ, রাজ্যে স্বপুরুষানিব মন আদীন্দ্রীয়াণ্যপি স যত্র যত্র ন্যযুঙ্ক্ষ তত্র তত্রৈব তানি তদাজ্ঞাং শিরসা নিধায়ৈবাসন্নিতি অসাধারণং তস্য রাজ্ঞঃ সাম্রাজ্যমিতি ভাবঃ। শ্রুতিং শ্রোত্রং অচ্যুতস্য বিষ্ণোঃ সতাং তদ্ভক্তানাঞ্চ কথোদয়ে কথোপকর্ষে ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদ্যুৎকর্ষে ইত্যর্থঃ। মুকু-ন্দস্য লিঙ্গানাং প্রতিমানাঞ্চ আলয়ানাং মন্দিরাণাঞ্চ মথুরাদি-নিত্যসিদ্ধধাম্নাঞ্চ বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনে। শ্রীমত্যাস্তুলস্যাস্তৎপাদসরোজসম্পর্কেণ যৎ সৌরভং তস্মিন্ ভগবচ্চরণার্পিততুলসীগন্ধে ইত্যর্থঃ। তদর্পিতে মহাপ্রসাদান্নে রসনাং জিহ্বাং, হরেঃ ক্ষেত্রং মথুরাদি-পদমন্যত্রাপি তন্মন্দিরাদি। তদনুসর্পণে তত্র তত্র পুনঃ পুনর্গমনে। হৃষীকেশস্য পদয়োশ্চরণয়োঃ পদানাং ভক্তানাঞ্চাপি বন্দনে, কামমভিলাষং দাস্যে হরেরহং দাসো ভূয়াসমিত্যেবং নতু কামকাম্যয়া বিষয়ভোগে-চ্ছায়াং সপ্তম্যর্থে তৃতীয়া। কথঞ্চ কার? উত্তমঃশ্লোক-জনাঃ প্রহ্লাদাদয় আশ্রয়ো যস্যাস্তথাভূতা নিষ্কামৈব রতির্যথা যেন প্রকারেণ স্যাদভবদ্বা তথা চকারে-ত্যেতৎ স বৈ মন ইত্যাদিষু সর্ব্বত্রৈবান্বিতং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৮-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার প্রেমের সাধন ভক্তি-যোগ বলিতেছেন—'স বৈ', ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। মন প্রভৃতিকে 'চকার'—নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহার সহিত অন্বয়, অর্থাৎ রাজ্যে নিজ পুরুষগণের ন্যায় মন প্রভৃতিকেও যেখানে যেখানে তিনি নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন, সেখানে সেখানেই তাহারা তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবস্থান করিয়াছিল—এইরূপ অসাধারণ সেই মহারাজের সাম্রাজ্য, এই ভাব। 'শ্রুতিং'—শ্রবণেন্দ্রিয়কে অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু ও তাঁহার ভক্তজনের কথার উৎকর্ষে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন, কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মাদির উৎকর্ষে নহে, এই অর্থ। 'মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে'—মুকুন্দের লিঙ্গ বলিতে প্রতিমা এবং আলয় অর্থাৎ মন্দির, মথুরাদি নিত্যসিদ্ধ

ধাম ও বৈষ্ণবগণেরদর্শনে নেত্রযুগলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'শ্রীমত্তুলস্যাঃ'—শ্রীভগবানের চরণকমলের সম্পর্কে শ্রীমতী তুলসীর যে সৌরভ, তাহাতে অর্থাৎ শ্রীভগবচ্চরণে অর্পিত তুলসীর গন্ধে নাসিকাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই অর্থ। 'তদর্পিতে'—ভগবন্নিবেদিত প্রসাদান্ন আস্বাদনে জিহ্বাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'হরেঃ ক্ষেত্রং'—শ্রীহরির ক্ষেত্র বলিতে মথুরাদি ধাম ও অন্যত্র তাঁহার মন্দিরাদি পর্য্যটনে পাদযুগলকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'অনুসর্পণে'—বলিতে সেই সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ গমনে। 'হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে'—শ্রীহরির চরণযুগলের এবং ভক্তগণের চরণসমূহের প্রণাম-কার্য্যে মস্তককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'কামং চ দাস্যে'—কাম বলিতে অভিলাষ, 'আমি শ্রীহরির দাস হইব', এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয় ভোগের ইচ্ছাতে নহে। 'কামকাম্যয়া'—এখানে সপ্তমীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। কিরূপে করিয়াছিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'যথা উত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ', উত্তমঃশ্লোকের জন বলিতে শ্রীহরির ভক্তগণ প্রহ্লাদাদি, তাঁহাদের যেরূপ নিষ্কামা রতি, তাহা যে প্রকারে হয় বা হইয়াছিল (অথবা—যাহাতে ভগবান্ শ্রীহরির ভক্তগণের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয়, সেইভাবে অভিলাষ করিয়াছিলেন)। এইপ্রকার মন প্রভৃতিও ভক্তজনের আশ্রয়েই নিযুক্ত করিয়াছিলেন—বুঝিতে হইবে ॥ ১৮-২০ ॥

এবং সদাকর্ম্মকলাপমাত্মনঃ
পরেঽধিযজ্ঞে ভগবত্যধোক্ষজে।
সর্ব্বাত্মভাবং বিদধন্মহীমিমাং
তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) এবং (অনেন প্রকারেণ) আত্মনঃ (স্বস্য) সর্ব্বাত্মভাবং (সর্ব্বাত্মনা ভাবো ভক্তির্যত্র তাদৃশং) কর্ম্মকলাপং (কর্ম্মসমূহং) পরে (সর্ব্বোত্তমস্বরূপে) অধিযজ্ঞে (সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরে) ভগবতি অধোক্ষজে (শ্রীহরৌ) সদা বিদধৎ (সমর্পয়ন্) তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ (তন্নিষ্ঠৈঃ ভাগবতৈঃ বিপ্রৈঃ অভিহিতঃ শিক্ষিতঃ সন্) ইমাং মহীং শশাস হ (পালিতবান্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষ সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাবযুক্ত নিজকর্ম্মসমূহ সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা পরতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণপূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশানুসারে পৃথিবী পালন করিতেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য তাদৃশ সাম্রাজ্যসম্পত্তাবপি ভক্তাবালস্যং প্রতিনিধ্যর্পণঞ্চ নাভূদিত্যাহ এবমিতি। সদা প্রতিদিনমেব আত্মনঃ স্বস্য এবং কর্ম্মকলাপং স্মরণকীর্ত্তনমন্দিরমার্জ্জনাদিকং বিদধৎ স্বয়মেব কুর্ব্বন্ মহীং শশাস। কর্ম্মকলাপং কীদৃশং? অধোক্ষজে কৃষ্ণে সর্ব্বেণ শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বৃত্তিসহিতেনৈবাত্মনা মনসা ভাবো রতির্যতস্তং অধিযজ্ঞে তপো-জ্ঞানাদিভ্যোঽপ্যধিকো যজ্ঞঃ পূজা যস্য তস্মিন্, হরিভক্তিনিষ্ঠব্রাহ্মণেন অভিহিতঃ, ত্বমষ্টাবেব যামান্ নির্ব্বিক্ষেপমেব সর্ব্বাত্মনা হরিং ভজ রাজ্যকর্ম্মণি স্বনিযুক্তৈর্যোগ্যপুরুষৈরেব মহীং শাধি চেতি শিক্ষিতঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ সাম্রাজ্য সম্পত্তি লাভেও তাঁহার ভক্তিতে আলস্য বা প্রতিনিধি অর্পণ ছিল না, তাহা বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি, প্রতিদিনই তাঁহার এইরূপ কর্ম্মকলাপ অর্থাৎ স্মরণ, কীর্ত্তন, মন্দির মার্জ্জনাদি সকল কর্ম্ম নিজেই করিয়া পৃথিবী পালন করিতেন। কিরূপ কর্ম্মসমূহ? তাহাতে বলিতেছেন—'অধোক্ষজে' অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত মনের যে ভাব অর্থাৎ রতি যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাদৃশ কর্ম্মসমূহ। কেমন শ্রীকৃষ্ণে? তাহাতে বলিতেছেন—'অধিযজ্ঞে', তপস্যা, জ্ঞানাদি হইতেও অধিক যজ্ঞ বলিতে পূজা যাঁহার, তাঁহাতে। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'তন্নিষ্ঠ-বিপ্রাভিহিতঃ', হরিভক্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অভিহিত, 'তুমি অষ্ট প্রহরই অবিচলিতচিত্তে সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরির ভজনা কর এবং রাজ্যকর্ম্মে স্বনিযুক্ত যোগ্য পুরুষের দ্বারাই পৃথিবী শাসন কর'—এইরূপ শিক্ষিত হইয়া, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে যোগ্য প্রতিনিধি দ্বারা তিনি রাজ্য পালন করিতেন ॥ ২১ ॥

ঈজেঽশ্বমেধৈরধিযজ্ঞমীশ্বরং
মহাবিভূত্যোপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ।
ততৈর্বশিষ্ঠাসিতগোতমাদিভি-
র্ধন্বন্যভিস্রোতমসৌ সরস্বতীম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ (অম্বরীষঃ) মহাবিভূত্যা (মহতা ঐশ্বর্য্যেণ) উপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ (উপচিতানি অঙ্গানি (দক্ষিণাশ্চ যেষু তৈঃ) বশিষ্ঠাসিত গোতমাদিভিঃ (বশিষ্ঠ-প্রভৃতিভিঃ ব্রাহ্মণৈঃ) ততৈঃ (বিস্তৃতৈঃ) অশ্বমেধৈঃ (তদাখ্যযাগৈঃ) ধন্বনি (মরুদেশে নিরুদকে ইত্যর্থঃ) সরস্বতীম্ অভিস্রোতঃ (তস্যাঃ প্রতিলোম-প্রবাহ-যুক্তক্ষেত্রে) অধিযজ্ঞং (যজ্ঞাধিষ্ঠাতারম্) ঈশ্বরং (শ্রীহরিম্) ঈজে (আরাধয়ামাস) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষ মরুপ্রদেশে সরস্বতী-প্রবাহযুক্ত প্রদেশে অশ্বমেধযজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিতেন। ঐ যজ্ঞের অঙ্গ ও দক্ষিণা মহৎ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা রচিত হইত। বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ ঐ যজ্ঞের বিস্তার করিতেন। অর্থাৎ মহারাজ অম্বরীষ যজ্ঞাদি ব্যাপারে আসক্ত না হইয়া স্বয়ং হরিভজনে নিযুক্ত থাকিতেন এবং প্রতিনিধি দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তথৈব রাজ্যাধিকারোচিতাশ্বমেধাদি-যজ্ঞকরণঞ্চ আদিভরতবন্নিরভিমানস্য তস্য প্রতিনিধি-দ্বারৈবেত্যাহ ঈজে ইতি। মহাসম্পত্ত্যৈব হেতুনা উপচিতানি সম্যগেব নির্ব্যূঢ়ানি অঙ্গানি দক্ষিণাশ্চ যেষু তৈঃ, বশিষ্ঠাদি-স্বপ্রতিনিধিভিস্ততৈর্বিস্তৃতৈঃ ধন্বনি ধন্ব-দেশে সরস্বতীং সরস্বত্যাং অভিস্রোতং স্রোতোঽভি-মুখমভিলক্ষ্য তেন স্বয়ন্তু ততো বিদূরে স্বরাজধান্যাং নিব্বিক্ষেপং পরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্নেবাত্যতিষ্ঠদিতি ব্যঞ্জিতং ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেইরূপ রাজ্যাধিকারোচিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান আদি ভরতের ন্যায় নিরভিমান অম্বরীষের প্রতিনিধি দ্বারেই সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'ঈজে' ইত্যাদি। ঐ যজ্ঞের অঙ্গসমূহ ও প্রভূত দক্ষিণা মহাবৈভব দ্বারা সংবর্ধিত এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি স্বপ্রতিনিধি ঋষিগণের দ্বারা বিস্তৃত হইয়াছিল। 'ধন্বনি'—জলশূন্য দেশে সরস্বতী নদীর স্রোতের প্রতিকূলে যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু নিজে তাহা হইতে বিদূরে স্বীয় রাজধানীতে অবিচলিত চিত্তে শ্রীভগবানের পরিচর্য্যাদি করিতেন, ইহা বুঝা যাইতেছে ॥ ২২ ॥

যস্য ক্রতুষু গীর্ব্বাণৈঃ সদস্যা ঋত্বিজো জনাঃ।
তুল্যরূপশ্চানিমিষা ব্যদৃশ্যন্ত সুবাসসঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (অম্বরীষস্য) ক্রতুষু (যজ্ঞেষু) সুবাসসঃ (সুবস্ত্রভূষিতাঃ) সদস্যাঃ (সদস্য জনাঃ) ঋত্বিজঃ জনাঃ (পুরোহিতাশ্চ) গীর্ব্বাণৈঃ (দেবৈঃ সহ) তুল্যরূপাঃ (তুল্যানি রূপানি যেষাং তাদৃশাঃ) অনিমিষাঃ চ (আশ্চর্য্যদর্শনৌৎসুক্যেন নিমিষরহিতাঃ চ) ব্যদৃশ্যন্ত (দৃষ্টাঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অম্বরীষের যজ্ঞে সুবস্ত্রে বিভূষিত সদস্যবর্গ, হোতা, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ঋত্বিগ্‌গণ দেবতাদিগের ন্যায় অনিমিষ হইয়া অর্থাৎ দর্শনোৎকণ্ঠায় নিমেষশূন্য দৃষ্টিতে যজ্ঞদর্শন করিতেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—গীর্ব্বাণৈঃ সহ তুল্যরূপাঃ ন চানিমিষ-ত্বেন দেবানাং বৈলক্ষণ্যং বাচ্যং। যতো মনুষ্যা অপি অদ্ভুতযজ্ঞদর্শনাদনিমিষা ব্যদৃশ্যন্ত দৃষ্টাঃ ॥২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গীর্ব্বাণৈঃ'—তাঁহার যজ্ঞ-সমূহে দেবতাগণের সহিত সদস্য ও ঋত্বিগ্‌গণকে তুল্যরূপ দেখা গিয়াছিল। যদিও দেবতাগণের চক্ষুর নিমেষ থাকে না বলিয়া বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, তথাপি এস্থলে যজ্ঞকর্ম্মে বিবিধ আশ্চর্য্যদর্শনের ঔৎসুক্যহেতু ঋত্বিক্ এবং সদস্যগণের চক্ষুর নিমেষ ছিল না বলিয়া সকলেই সমরূপ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ মনুষ্য-গণও অনিমেষ হইয়া যজ্ঞদর্শন করিতেছিলেন ॥২৩॥

স্বর্গো ন প্রার্থিতো যস্য মনুজৈরমরপ্রিয়ঃ।
শৃণ্বদ্ভিরুপগায়দ্ভিরুত্তমঃশ্লোকচেষ্টিতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—উত্তমঃশ্লোকচেষ্টিতং (শ্রীহরিচরিতং) শৃণ্বদ্ভিঃ (আকর্ণয়দ্ভিঃ) উপগায়দ্ভিঃ (কীর্ত্তয়দ্‌ভিশ্চ) যস্য মনুজৈঃ (যদীয়ৈঃ জনৈরপি) অমরপ্রিয়ঃ

(দেবানামিষ্টঃ) স্বর্গঃ ন প্রার্থিতঃ (তস্য তু কা বার্ত্তেতি ভাবঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অম্বরীষের পাল্যলোকসমূহ উত্তমঃশ্লোক ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে সুরপ্রিয় স্বর্গ প্রার্থনা করিতেন না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য মনুজৈ র্যৎপাল্যমানলোকৈঃ স্বর্গো ন প্রার্থিতঃ, কিং স্বর্গীয়ভোগাদধিকভোগপ্রাপ্ত্যা ? নেত্যাহ —শৃণ্বদ্ভিরিত্যাদি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবদ—'যস্য মনুজৈঃ'—মহারাজ অম্বরীষের পালিত কোন জনই স্বর্গলোক কামনা করিতেন না। যদি বলেন—তাহারা কি স্বর্গীয় ভোগ হইতে অধিক ভোগ প্রাপ্তিতে কামনা করিতেন না ? তাহাতে বলিতেছেন—না, 'শৃণ্বদ্ভিঃ'—সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীহরির চরিতসমূহের শ্রবণ ও কীর্ত্তনে মত্ত থাকায় তাহাদের চিত্তে কৃষ্ণেতর বিষয়ের বাসনাই ছিল না ॥ ২৪ ॥

সংবর্দ্ধয়ন্তি যৎকামাঃ স্বারাজ্যপরিভাবিতাঃ।
দুর্ল্লভা নাপি সিদ্ধানাং মুকুন্দং হৃদি পশ্যতঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যতঃ) স্বরাজ্যপরিভাবিতাঃ (স্বরাজ্যেন স্বরূপসুখেন) পরিভাবিতাঃ (অতিশায়িতাঃ অতএব) সিদ্ধানাম্ অপি দুর্ল্লভাঃ কামাঃ (বিষয়াঃ) হৃদি (স্বহৃদয়ে) মুকুন্দং (শ্রীহরিং) পশ্যতঃ (অনুভবতঃ তান্ জনান্) ন সম্বর্দ্ধয়ন্তি (ন হর্ষয়ন্তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—স্বরূপসুখ অর্থাৎ মুক্তিজনিত আনন্দদ্বারা পরিবর্দ্ধিত সুতরাং সিদ্ধপুরুষগণেরও দুর্ল্লভ বিষয়সকল স্বহৃদয়ে ভগবদ্দর্শনকারিভক্তের আনন্দবর্দ্ধন করে না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ স্বর্গীয়ভোগাদধিকে ভোগে স্বতঃসিদ্ধেঽপি যদীয়া মনুজাস্তত্র নাসজ্জন্তেত্যাহ সম্বর্দ্ধয়ন্তি ইতি যান্ মনুজান্ কামা ভোগা ন সম্বর্দ্ধয়ন্তি ন হর্ষেণ বর্ধয়ন্তি ঋধু বৃদ্ধৌ কীদৃশাঃ, স্বারাজ্যমিন্দ্রপদতুল্যং সুখং তেন পরি সর্ব্বতোভাবেন বাসিতাঃ। যদ্বা স্বারাজ্যেন স্বরূপসুখেন মুক্ত্যানন্দেন বাসিতা যুক্তা অতএব সিদ্ধানামপি দুর্ল্লভাঃ। অত্র হেতুগর্ভং মনুজান্ বিশিনষ্টি মুকুন্দমিত্যাদিনা। অম্বরীষপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। যদিতি পাঠে যদ্যস্মান্মুকুন্দং হৃদি পশ্যতঃ, পরিভাবিতানিতি পাঠে মনুজবিশেষণম্। যমিতি পাঠে যং অম্বরীষম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, স্বর্গীয় ভোগ অপেক্ষা অধিক ভোগ স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রাপ্ত হইলেও যাঁহার নিজ জনগণ তাহাতে আসক্ত হন নাই, ইহা বলিতেছেন— সংবর্দ্ধয়ন্তি' ইত্যাদি। 'যান্'—যে মনুষ্যদিগকে 'কামাঃ'—ভোগরাশি আনন্দের দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে পারে নাই, অর্থাৎ আনন্দদান করিতে পারে নাই, এখানে 'ঋধু' ধাতু বৃদ্ধি অর্থে। কিরূপ ভোগসমূহ ? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বারাজ্য-পরিভাবিতাঃ'। স্বারাজ্য বলিতে ইন্দ্রপদতুল্য সুখ, তাহার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বাসিত অর্থাৎ অতিশায়িত। অথবা—স্বারাজ্য বলিতে স্বরূপসুখ, অর্থাৎ মুক্তিজনিত আনন্দ, তাহার দ্বারা যুক্ত, অতএব সিদ্ধগণেরও দুর্ল্লভ যে ভোগরাশি। এখানে হেতুগর্ভ বিশেষণে মনুষ্যগণকে বিশেষিত করিতেছেন—'মুকুন্দং হৃদি পশ্যতঃ', অম্বরীষ মহারাজের সাহচর্য্যবশতঃই সর্ব্বদা হৃদয়মধ্যে ভগবান্ শ্রীহরিকে দর্শনকারী জনগণকে বিষয়সমূহ আনন্দদান করিতে পারে নাই। 'যৎ'—এরূপ পাঠে, যেহেতু তাঁহারা হৃদয়ে মুকুন্দকে প্রত্যক্ষ করিতেন। 'পরিভাবিতান্'—এরূপ পাঠে উহা মনুষ্যগণের বিশেষণ, অর্থাৎ স্বরূপভূত আনন্দে বিভোর জনগণকে, এই অর্থ। 'যম্'—এরূপ পাঠে, অম্বরীষ মহারাজের বিশেষণ, অর্থাৎ যে অম্বরীষ মহারাজকে ভোগসমূহ আনন্দদান করিতে পারে নাই, এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

স ইত্থং ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন পার্থিবঃ।
স্বধর্ম্মেণ হরিং প্রীণন্ সর্ব্বান্ কামান্ শনৈর্জহৌ ॥২৬

অন্বয়ঃ—সঃ পার্থিবঃ (অম্বরীষঃ) ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন স্বধর্ম্মেণ (চ) হরিং প্রীণন্ (সন্তুষ্টীকুর্ব্বন্) শনৈঃ (ক্রমশঃ) সর্ব্বান্ কামান্ জহৌ (ত্যক্তবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—পৃথ্বীরাজ অম্বরীষ এই প্রকারে ভক্তিযোগ এবং ভোগত্যাগরূপ তপস্যাযুক্ত স্বধর্ম্মের দ্বারা

ভগবান্ শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মন্দিরমার্জ্জন-জলকলসবহন-বৈষ্ণব-শুশ্রূষণাদিনা শরীর কষ্টং ভোগত্যাগশ্চ তপস্তদ্‌যুক্তেন স্বধর্ম্মেণেতি ভক্তিযোগেনেত্যস্য বিশেষণং, চ কারাভাবাদম্বরীষস্য শুদ্ধভক্তত্বাচ্চ একান্তভক্তিভাবেনেত্যগ্রিমোক্তেশ্চ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তপোযুক্তেন'—মন্দির মার্জ্জন, জলকলস বহন, এবং বৈষ্ণবগণের শুশ্রূষাদি দ্বারা শারীরিক কষ্ট ও ভোগত্যাগ—তাহাই তপস্যা, তদ্‌যুক্ত ধর্ম্মের দ্বারা, ইহা ভক্তিযোগের বিশেষণ। এখানে 'চকার'—অর্থাৎ তপস্যা ও স্বধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ না থাকায়, বিশেষতঃ অম্বরীষ মহারাজ শুদ্ধভক্ত বলিয়া এবং পরবর্ত্তী (২৮) শ্লোকে 'একান্তভক্তিভাবেন'—ইহা উক্ত হওয়ায় এখানে ভক্তিযোগের দ্বারাই শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদন করতঃ ধীরে ধীরে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীকভয়াবহম্।
একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—একান্তভক্তিভাবেন প্রীতঃ হরিঃ তস্মৈ (অম্বরীষায়) ভক্তাভিরক্ষণং (সেবকজনরক্ষকং প্রত্যনীক-ভয়াবহং (প্রতীপজনভয়ঙ্করং) চক্রম্ অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরি অম্বরীষের ঐকান্তিকী-ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভক্তজন-সংরক্ষক ও প্রতিকূলজনের ভয়াবহ চক্র প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবম্ভূতোঽসৌ কথং প্রতিপক্ষান্ জয়েত্তত্রাহ তস্মা ইতি, প্রীতি ইতি তস্যৈকান্তিকভক্তৌ বিক্ষেপাভাবার্থমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এরূপ হইলে কি প্রকারে তিনি প্রতিপক্ষকে জয় করিতেন? তাহাতে বলিতেছেন—'তস্মৈ', তাঁহাকে সুদর্শনচক্র প্রদান করিয়াছিলেন। 'প্রীতঃ'—তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তিতে বিক্ষেপের অভাবের নিমিত্ত পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীহরি ভক্তগণের রক্ষক ও শত্রুগণের ভয়জনক স্বীয় সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই অর্থ ॥২৮॥

গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু
দ্বিপোত্তমস্যন্দনবাজিবস্তুষু।
অক্ষয্যরত্নাভরণাম্বরাদিষু
অনন্তকোষেষ্বকরোদসম্মতিম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) গৃহেষু দারেষু (ভার্য্যাসু) সুতেষু বন্ধুষু দ্বিপোত্তমস্যন্দনবাজিবস্তুষু (হস্তিশ্রেষ্ঠ-রথ-ঘোটকাদি-বস্তুষু) অক্ষয্য-রত্নাভরণাম্বরাদিষু (অবিনশ্বর-রত্নালঙ্কারবস্ত্রাদিষু বস্তুষু) অনন্তকোষেষু (অসীমধনভাণ্ডারেষু চ) অসম্মতিম্ (উপেক্ষণম্) অকরোৎ (কৃতবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তিনি (অম্বরীষ) গৃহ, দারা, অপত্য, সুহৃৎ, হস্তী, শ্রেষ্ঠরথ, ঘোটক, অক্ষয়রত্ন, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অসীম ধনভাণ্ডার সমূহে অসদ্ ধারণা করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং মহিষ্যা তুল্যশীলয়া।
যুক্তঃ সংবৎসরং বীরো দধার দ্বাদশীব্রতম্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—বীরঃ (সঃ অম্বরীষঃ) কৃষ্ণম্ আরিরাধয়িষুঃ (আরাধয়িতুম্ ইচ্ছুঃ তুল্যশীলয়া (আত্মতুল্যভক্ত্যাদিস্বভাব বিশিষ্টয়া) মহিষ্যা (পত্ন্যা) যুক্তঃ (মিলিতঃ সন্) সম্বৎসরং (ব্যাপ্য) দ্বাদশীব্রতং দধার (আচরিতবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—বীর অম্বরীষ কৃষ্ণের আরাধনা বাসনায় আত্মতুল্য মহিষীর সহিত সম্বৎসর যাবৎ দ্বাদশীব্রত ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যৈকাদশীব্রতনিষ্ঠায়া দর্শিতয়ৈব সর্ব্বভক্তিনিষ্ঠাং জ্ঞাপয়ন্নাহ আরিরাধয়িষুরিত্যাদি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার শ্রীএকাদশী ব্রতের নিষ্ঠা প্রদর্শনের দ্বারাই সমস্ত ভক্তিনিষ্ঠা জানাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'আরিরাধয়িষুঃ', শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় ইচ্ছুক হইয়া (সংবৎসরব্যাপী দ্বাদশীব্রত পালন করিতেছিলেন) ॥ ২৯ ॥

ব্রতান্তে কার্ত্তিকে মাসি ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ।
স্নাতঃ কদাচিৎ কালিন্দ্যাং হরিং মধুবনেঽর্চ্চয়ৎ ॥৩০

অন্বয়ঃ—ব্রতান্তে (ব্রতাবসানে) কার্ত্তিকে মাসি কদাচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ দিবসে) ত্রিরাত্রং (ব্যাপ্য) সমুপোষিতঃ (সম্যক্ উপবাসরতঃ সঃ) কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াং) স্নাতঃ (সন্) মধুবনে হরিম্ (পূজিতবান্, অড়াগমাভাবঃ আর্ষঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ব্রতান্তে কার্ত্তিকমাসে একদিন মহারাজ অম্বরীষ ত্রিরাত্র উপবাসের পর যমুনাতে স্নান করিয়া মধুবনে (বৃন্দাবনে) শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেছিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য স্বায়ুঃ পর্য্যন্তমেকাদশীব্রতনিষ্ঠত্বেঽপি সম্বৎসরমাত্রং তু মথুরায়ামেবৈকাদশীব্রতং কর্ত্তব্যমিত্যভিলাষ আসীদতস্তৎপূর্ত্তৌ সত্যাং ব্রতান্ত ইতি, দশমীদ্বাদশ্যোর্বিহিতেতরভোজনাভাবেন একাদশ্যাং নিরাহারত্বেন ত্রিরাত্রমুপোষিতঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রতান্তে'—তাঁহার আয়ুঃপর্য্যন্ত একাদশী ব্রতনিষ্ঠত্ব থাকিলেও ; একবার শ্রীমথুরামণ্ডলে সংবৎসরমাত্র একাদশী ব্রত করিবার অভিলাষ হইয়াছিল, অতএব সেই ব্রতের পূর্ত্তি দিবসে। 'ত্রিরাত্রং'—দশমী ও দ্বাদশীর রাত্রিকালে অন্য ভোজনের অভাবে এবং একাদশীতে নিরম্বু ব্রত করায়, এখানে ত্রিরাত্র উপবাসের পর, ইহা বলা হইল। (যে কোন ব্রতের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে সংযম এবং ব্রতের পরদিবস পারণ করিয়া রাত্রিতে সংযম করিলে ব্রত পূর্ণ হয়।) ॥ ৩০ ।

মহাভিষেকবিধিনা সর্ব্বোপস্করসম্পদা।
অভিষিচ্যাম্বরাকল্পৈর্গন্ধমাল্যার্হণাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥
তদ্গতান্তরভাবেন পূজয়ামাস কেশবম্।
ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাভাগান্ সিদ্ধার্থানপি ভক্তিতঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) মহাভিষেকবিধিনা সর্ব্বোপস্করসম্পদা (সর্ব্বোকরণ দ্রব্যেন) অভিষিচ্য (শ্রীহরেঃ অভিষেকং কৃত্বা) অম্বরাকল্পৈঃ (বস্ত্রভূষণৈঃ) গন্ধমাল্যার্হণাদিভিঃ (গন্ধমাল্যপ্রভৃতিপূজোপকরণদ্রব্যৈঃ) তদ্গতান্তরভাবেন (শ্রীহরিগত-চিত্তভাবেনযুক্তঃ সন্) কেশবং (শ্রীকৃষ্ণং তথা) মহাভাগান্ সিদ্ধার্থান্ (আপ্তকামান্ পূজানপেক্ষান্) ব্রাহ্মণান্ অপি চ ভক্তিতঃ (ভক্ত্যা) পূজয়ামাস (আরাধিতবান্) ॥ ৩১-৩২ ॥

অনুবাদ—তিনি মহাভিষেকবিধি-অনুসারে সর্ব্ববিধ উপচারে শ্রীহরির অভিষেক করিয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধমাল্য প্রভৃতি পূজোপকরণ দ্বারা কৃষ্ণৈকচিত্তে ভাবের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং মহাভাগ্যবান্, সিদ্ধকাম সুতরাং পূজাদির অপেক্ষাশূন্য ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষামুপস্করাণাং সর্ব্বৌষধ্যাদীনাং সম্পদ্যত্র তেন। আকল্পৈর্বিভূষণৈঃ। তদ্গতান্তরভাবেন তদেকমনস্কেন ॥ ৩১-৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বোপস্কর-সম্পদা'—সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি সমস্ত উপকরণের সমৃদ্ধি যেখানে, তাহার দ্বারা। 'আকল্পৈঃ'—বিভূষণের দ্বারা। 'তদ্গতান্তরভাবেন'—তদেকমনস্ক হইয়া, অর্থাৎ তিনি মহাভিষেকের বিধানানুসারে সর্ব্বপ্রকার উপকরণ-সম্ভার দ্বারা অভিষেক সম্পাদনপূর্ব্বক বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ ও মাল্যাদি পূজাদ্রব্য দ্বারা তদ্গতচিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া সমাগত নিষ্কাম ব্রাহ্মণগণেরও পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

গবাং রুক্মবিষাণীনাং রূপ্যাঙ্ঘ্রীণাং সুবাসসাম্।
পয়ঃশীলবয়োরূপ-বৎসোপস্করসম্পদাম্ ॥ ৩৩ ॥
প্রাহিণোৎ সাধুবিপ্রেভ্যো গৃহেষু ন্যর্ব্বুদানি ষট্।
ভোজয়িত্বা দ্বিজানগ্রে স্বাদ্বন্নং গুণবত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥
লব্ধকামৈরনুজ্ঞাতঃ পারণায়োপচক্রমে।
তস্য তর্হ্যতিথিঃ সাক্ষাদ্দুর্ব্বাসা ভগবানভূৎ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) গৃহেষু (সমাগতেভ্যঃ) সাধুবিপ্রেভ্যঃ রুক্মবিষাণীনাং (স্বর্ণবদ্ধশৃঙ্গবিশিষ্টানাং) রূপ্যাঙ্ঘ্রীণাং (রৌপ্যমণ্ডিতচরণানাং) সুবাসসাং (শোভনবস্ত্রমণ্ডিতানাং) পয়ঃশীল-বয়ো-রূপ-বৎসোপস্কর-সম্পদাং (পয়ঃ দুগ্ধং শীলং স্বভাবঃ বয়ঃ রূপং বৎসঃ উপস্করঃ পরিচ্ছদঃ এতাঃ সম্পদঃ যাসাং তাসাং) গবাং (ধেনূনাং) ষট্ ন্যর্ব্বুদানি (ষষ্টিকোটীঃ) প্রাহিণোৎ (দত্তবান্ ইত্যর্থঃ ততঃ) অগ্রে দ্বিজান্ গুণবত্তমম্ (উত্তমগুণযুক্তং) স্বাদ্বন্নং স্বাদু

ভোজ্যং) ভোজয়িত্বা লব্ধকামৈঃ (লব্ধাঃ কামাঃ যৈঃ তৈঃ দ্বিজৈঃ) অনুজ্ঞাতঃ (অনুমতঃ সন্) পারণায় (পারণং কর্ত্তুম্) উপচক্রমে (ইয়েষ) তর্হি (তৎক্ষণমেব) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) দুর্ব্বাসাঃ তস্য (অম্বরীষস্য) অতিথিঃ সাক্ষাৎ অভূৎ (অতিথিরূপেণ প্রত্যক্ষো বভূব) ॥ ৩৩-৩৫ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অম্বরীষ গৃহে সমাগত সাধু ও বিপ্রদিগকে স্বর্ণবদ্ধ শৃঙ্গ ও রৌপ্য-মণ্ডিত চরণ-বিশিষ্টা, সুবস্ত্রে সুশোভিতা এবং দুগ্ধ, স্বভাব, বয়স, রূপ, বৎস, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্পদ্‌যুক্তা ষষ্টিসহস্র গাভী দান করিলেন। তাহার পর অগ্রে দ্বিজগণকে উত্তমগুণযুক্ত স্বাদু-অন্ন ভোজন করাইয়া সিদ্ধকাম ব্রাহ্মণদিগের আজ্ঞাক্রমে পারণের উপক্রম করিলেন। তখন যোগ-বিভূতিমান দুর্ব্বাসা অম্বরীষের নিকট অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩-৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ষট্ ন্যর্ব্বুদানি ষষ্টিকোটীঃ ।৩৩-৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ষট্ ন্যর্ব্বুদানি'—ষাট্ কোটি ধেনু সাধু ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন ॥ ৩৩-৩৫ ॥

তমানর্চ্চাতিথিং ভূপঃ প্রত্যুত্থানাসনার্হণৈঃ ।
যযাচেঽভ্যবহারায় পাদমূলমুপাগতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভূপঃ (রাজা অম্বরীষ) প্রত্যুত্থানাসনার্হণৈঃ (প্রত্যুদ্‌গমনাসনদানাদিভিঃ উপচারৈঃ) অতিথিং তং (দুর্ব্বাসসম্) আনর্চ্চ (পূজিতবান্ ততঃ) পাদমূলং (তস্য পাদসমীপম্) উপাগতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) অভ্যবহারায় (ভোজনায়) যযাচে (প্রার্থয়ামাস) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—রাজা অম্বরীষ প্রত্যুত্থান পূজোপহার দ্বারা অতিথি দুর্ব্বাসাকে পূজা করিলেন। পরে তাঁহার পাদসমীপে উপস্থিত হইয়া ভোজনার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

প্রতিনন্দ্য স তাং যাচ্ঞাং কর্ত্তুমাবশ্যকং গতঃ ।
নিমমজ্জ বৃহদ্ধ্যায়ন্ কালিন্দীসলিলে শুভে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (দুর্ব্বাসাঃ) তাং যাচ্ঞাং (প্রার্থনাং) প্রতিনন্দ্য (সানন্দং স্বীকৃতা) আবশ্যকং (নৈয়মিকং মাধ্যাহ্নিকং কর্ম্ম) কর্ত্তুং গতঃ (প্রস্থিতঃ ততঃ) শুভে (পবিত্রে) কালিন্দীসলিলে (যমুনাজলে) বৃহৎ (ব্রহ্ম) ধ্যায়ন্ নিমমজ্জ (নিমগ্নঃ বভূব) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা অম্বরীষের প্রার্থনা সানন্দে অঙ্গীকার করিয়া নিয়মিত মাধ্যাহ্নিক কর্ম্ম করিতে (কালিন্দী-তটে) গমন করিলেন। তাহার পর ব্রহ্ম-চিন্তা করিতে করিতে কালিন্দীর পবিত্র সলিলে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—বৃহৎ ব্রহ্ম ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃহদ্ ধ্যায়ন্'—ব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে দুর্ব্বাসা যমুনার জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন ॥ ৩৭ ॥

মুহূর্ত্তার্দ্ধাবশিষ্টায়াং দ্বাদশ্যাং পারণং প্রতি ।
চিন্তয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো দ্বিজৈস্তদ্ধর্ম্মসঙ্কটে ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) পারণং প্রতি (পারণম্ অপেক্ষ্য) দ্বাদশ্যাং মুহূর্ত্তার্দ্ধাবশিষ্টায়াং (মুহূর্ত্তার্দ্ধেন অবশিষ্টায়াং সত্যাং) ধর্ম্মজ্ঞঃ (ধর্ম্মবিৎ সঃ রাজা) ধর্ম্মসঙ্কটে দ্বিজৈঃ (সহ) চিন্তয়ামাস (বিচারয়ামাস) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—এদিকে দ্বাদশী অর্দ্ধমুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট, তন্মধ্যে পারণ করিতে হইবে। (কেননা দ্বাদশীতে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য হয়)। এইরূপ ধর্ম্মসঙ্কটে পড়িয়া ধর্ম্মজ্ঞরাজা অম্বরীষ দ্বিজগণ সহ বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

ব্রাহ্মণাতিক্রমে দোষো দ্বাদশ্যাং যদপারণে ।
যৎকৃত্বা সাধু মে ভূয়াদধর্ম্মো বা ন মাং স্পৃশেৎ ॥৩৯
অম্ভসা কেবলেনাথ করিষ্যে ব্রতপারণম্ ।
আহরন্তক্ষণং বিপ্রা হ্যাশিতং নাশিতঞ্চ তৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) ব্রাহ্মণাতিক্রমে (ব্রাহ্মণলঙ্ঘনে) দোষঃ (অধর্ম্মঃ) দ্বাদশ্যাম্ অপারণে (অপি ব্রতবৈগুণ্যদোষঃ ততঃ) যৎ কৃত্বা (যস্মিন্ কৃতে) মে (মম) সাধু (শ্রেয়ঃ) (ভবেৎ) অধর্ম্মঃ বা মাং ন স্পৃশেৎ (ইতি দ্বিজৈঃ সহ বিচার্য্য নিশ্চিনোতি)

অথ কেবলেন অম্ভসা (জলেন) ব্রতপারণং করিষ্যে বিপ্রাঃ হি তৎ অব্‌ভক্ষণং (জলপানম্) অশিতং (ভক্ষণং) ন অশিতং চ (অভক্ষণঞ্চ) আহুঃ (কথয়ন্তি) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণলঙ্ঘনে অপরাধ, আবার দ্বাদশীতে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য দোষ হয়, অতএব "যাহাতে মঙ্গল হয়, অথচ অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে না পারে" তৎসম্বন্ধে দ্বিজগণসহ বিচার করিয়া রাজা স্থির করিলেন—"এখন আমি কেবলমাত্র জল পান করিয়া ব্রত সমাপন করিব ; যেহেতু বিপ্রগণ জলপানকে ভক্ষণ অভক্ষণ উভয়ই বলিয়াছেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যস্মাৎ ব্রাহ্মণাতিক্রমে দ্বাদশ্যামপারণে চ দোষঃ তস্মাদত্র ধর্ম্মসঙ্কটে যৎ কৃত্বেত্যাদি ভূয়াৎ ভবেৎ। ততশ্চ বিপ্রাংস্তূষ্ণীং স্থিতান্ সমাধাতুমশক্নুবতোঽভিলক্ষ্য স্বয়মেব বিচার্য্য সনিশ্চয়মাহ অম্ভসেতি হে বিপ্রা তৎ অশিতমিতি দ্বাদশ্যা অনতিক্রমঃ নাশিতমিতি ব্রাহ্মণস্যাপ্যনতিক্রম ইতি। অত্র শ্রুতিশ্চ—অপোহশ্নাতি তন্নৈবাশিতং নৈবানশিতমিতি ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—যেহেতু ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন (অর্থাৎ অতিথি নিমন্ত্রিত দুর্ব্বাসাকে ভোজন না করাইয়া স্বয়ং ভোজন) করিলে যেরূপ একদিকে দোষ হয়, অপর দিকে দ্বাদশীতে পারণ না করিলেও সেরূপ ব্রতবৈগুণ্য দোষ হয়। অতএব এই ধর্ম্মসঙ্কটে, 'যৎ কৃত্বা'—যাহা করিলে আমার কল্যাণ হয় অথচ অধর্ম্মও স্পর্শ না করে, তাহা আপনারা বলুন। তারপর ব্রাহ্মণগণকে নিস্তব্ধ অর্থাৎ সমাধান করিতে অসমর্থ দেখিয়া নিজেই বিচার-পূর্ব্বক নিশ্চয়ের সহিত বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনাদের অনুমতি হইলে কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ জল দ্বারাই পারণ করি, 'তৎ অশিতং'—সেই জলপানের দ্বারা দ্বাদশীর অতিক্রমও করা হইল না, আবার অভক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাও লঙ্ঘন করা হইল না। এই বিষয়ে শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'জলপান ভোজন ও অভোজন দুই-এর তুল্য' ॥ ৩৯-৪০ ॥

———

ইত্যপঃ প্রাশ্য রাজর্ষিশ্চিন্তয়ন্ মনসাচ্যুতম্ ।
প্রত্যচষ্ট কুরুশ্রেষ্ঠ দ্বিজাগমনমেব সঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ ! (হে পরীক্ষিৎ !) সঃ রাজর্ষিঃ ইতি (এবং ক্রমেণ) মনসা অচ্যুতং চিন্তয়ন্ অপঃ (জলং) প্রাশ্য (ভক্ষয়িত্বা) দ্বিজাগমনং (দ্বিজস্য দুর্ব্বাসসঃ আগমনম্ এব প্রত্যচষ্ট (প্রত্যৈক্ষত) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে কুরুকুল-শ্রেষ্ঠ ! রাজর্ষি অম্বরীষ এই প্রকার বিচারপূর্ব্বক অচ্যুতকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে জলপান করিয়া ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যচষ্ট প্রত্যৈক্ষত ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যচষ্ট'—তিনি ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

———

দুর্ব্বাসা যমুনাকূলাৎ কৃতাবশ্যক আগতঃ ।
রাজ্ঞাভিনন্দিতস্তস্য বুবুধে চেষ্টিতং ধিয়া ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—কৃতাবশ্যকঃ (কৃতমাধ্যাহ্নিককর্ত্তব্যঃ) দুর্ব্বাসাঃ যমুনাকূলাৎ আগতঃ রাজ্ঞা অভিনন্দিতঃ (সন্) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) তস্য (রাজ্ঞঃ) চেষ্টিতং (জলপানরূপং কর্ম্ম) বুবুধে (জ্ঞাতবান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপ্ত করিয়া দুর্ব্বাসা যমুনা হইতে প্রত্যাগত হইলে রাজা তাঁহার পূজা করিলেন। দুর্ব্বাসা বুদ্ধিযোগবলে রাজার আচরণ জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

———

মন্যুনা প্রচলদ্‌গাত্রে ভ্রূকুটীলাননঃ ।
বুভুক্ষিতশ্চ সুতরাং কৃতাঞ্জলিমভাষত ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—মন্যুনা (ক্রোধেন) প্রচলদ্‌গাত্রঃ (কম্পিতকায়ঃ) ভ্রূকুটিলাননঃ (ভ্রূকুটীভ্যাং কুটিলম্ আননং মুখং যস্য সঃ) সুতরাং বুভুক্ষিতঃ চ (ক্ষুধিতঃ চ সঃ) কৃতাঞ্জলিম্ (যুক্তাঞ্জলিম্ অম্বরীষম্) অভাষত (উক্তবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—ক্রোধে দুর্ব্বাসার অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখ ভ্রূকুটি দ্বারা কুটিলভাব ধারণ করিল। সুতরাং ভোজনেচ্ছু হইয়াও দুর্ব্বাসা

কৃতাঞ্জলিসহকারে দণ্ডায়মান মহারাজ অম্বরীষকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

অহো অস্য নৃশংসস্য শ্রিয়োন্নত্তস্য পশ্যত।
ধর্ম্মব্যতিক্রমং বিষ্ণোরভক্তস্যেশমানিনঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—অহো নৃশংসস্য (ক্রূরস্য) শ্রিয়া (সম্পদা) উন্নত্তস্য ঈশমানিনঃ (স্বমেব ঈশ্বরং মন্বানস্য) বিষ্ণোঃ অভক্তস্য অস্য (রাজ্ঞঃ) ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমং (ধর্ম্মলঙ্ঘনং) পশ্যত (অবলোকয়ত) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অহো! ক্রূর-প্রকৃতি-ধনমদে মত্ত, ঐশ্বর্য্যাভিমানী বিষ্ণুর অভক্ত ইহার ধর্ম্মলঙ্ঘন-চেষ্টা অবলোকন কর ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তুর্থশ্চ নৃভিঃ সর্ব্বলোকৈঃ শংসঃ স্তুতির্যস্য। শ্রিয়াপি উন্নত্তস্য মত্তং মদস্তস্মাদুত্তীর্ণস্য ন বিদ্যতে ভক্তো যস্মাত্তস্য ঈশে স্বেষ্টদেবে মানিনঃ দ্বাদশ্যনতিক্রমাদাদরবতঃ। ঈশৈরিন্দ্রাদ্যৈরপি মাননী-য়স্যেতি বা ধর্ম্মস্য ব্যতিক্রমং বির্নঞর্থে অনতিক্রমং পশ্যত ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুর্ব্বাসা অম্বরীষ মহারাজের প্রতি কটূক্তি করিলেও সরস্বতী-পক্ষে বাস্তবার্থ এই-রূপ—'নৃশংস' বলিতে সর্ব্ব লোকের দ্বারা যিনি প্রশংসনীয়। 'শ্রিয়োন্নত্ত'—বলিতে ঐশ্বর্য্যের দ্বারা যে মত্ততা, তাহা হইতে যিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 'অভক্ত'—বলিতে যাঁহা হইতে আর ভক্ত নাই, অর্থাৎ তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ। 'ঈশমানী'—বলিতে নিজ ইষ্টদেবে দ্বাদশীর অনতিক্রমরূপ আদর যাঁহার, অথবা—ইন্দ্রাদি দেবগণের দ্বারা যিনি মাননীয়। 'ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম'—এখানে 'বি'-শব্দ নঞর্থে, অর্থাৎ ধর্ম্মের অনতিক্রম দর্শন কর ॥ ৪৪ ॥

যো মামতিথিমায়াতমাতিথ্যেন নিমন্ত্র্য চ।
অদত্ত্বা ভুক্তবাংস্তস্য সদ্যস্তে দর্শয়ে ফলম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ আয়াতম্ (আগতম্) অতিথিং মাম্ আতিথ্যেন (আতিথ্যবিধিনা) নিমন্ত্র্য (ভোজ-নার্থং প্রার্থয়িত্বা) চ অদত্ত্বা (ভোজ্যম্ অদত্ত্বা স্বয়ং) ভুক্তবান্ তস্য তে (তব) ফলং (দুষ্কর্ম্মফলং) সদ্যঃ (অধুনা এব) দর্শয়ে (প্রদর্শয়ামি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—তুমি গৃহাগত অতিথিকে আতিথ্য-বিধি-অনুসারে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক ভোজন না করাইয়াই স্বয়ং ভোজন করিয়াছ, তোমার দুষ্কর্ম্মের ফল এখনই প্রদর্শন করাইতেছি ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—অত্তীতি অদঃ পচাদ্যচ্ অদত্ত্বেন ভুক্ত-বত্ত্বেনাপি ন ভুক্তবান্ অস্য দ্বাদশী-ব্রাহ্মণয়োরনতি-ক্রমস্য ফলং মদমোঘজটানলস্য বৈয়র্থ্যং। মহাতে-জীয়সোঽপি মম চক্রানলদহ্যমানত্বং ত্বদন্যতঃ কুতো-ঽপ্যনিস্তারং ব্রহ্মণ্যেনাপি ভগবতা ব্রহ্মবাদিনোঽপি মম তিরস্কারাদিকং দর্শয়ামি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদত্ত্বা'—যাহা ভোজন করা হয়, 'অদ', পচাদিগণে অচ্ প্রত্যয়, 'অদত্ত্বেন'—ভোজন করিলেও যাহা ভোজন করা হয় না। দ্বাদশী ও ব্রাহ্মণের অনতিক্রমের ফল—আমার (দুর্ব্বাসার) অমোঘ জটানলের ব্যর্থতা, আমি মহাতেজস্বী হইলেও আমার চক্রানলের দহ্যমানত্ব, তুমি (অম্বরীষ) ব্যতীত অন্য কোথা হইতেও অনিষ্কৃতি, ভগবান্ ব্রহ্মণ্য হইলেও ব্রহ্মবাদী আমার তৎকর্ত্তৃক তিরস্কা-রাদি (ফল) 'দর্শয়ে'—দেখাইতেছি ॥ ৪৫ ॥

এবং ব্রুবাণ উৎকৃত্য জটাং রোষপ্রদীপিতঃ।
তয়া স নির্ম্মমে তস্মৈ কৃত্যাং কালানলোপমাম্ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—এবং ব্রুবাণঃ (বদন্) রোষপ্রদীপিতঃ (ক্রোধজ্বলিতঃ) সঃ (দুর্ব্বাসাঃ) জটাং (স্বস্য জটাম্) উৎকৃত্য (সংছিদ্য) তয়া (জটয়া) তস্মৈ (অম্বরীষায়) কালানলোপমাং (কালানলতুল্যাং) কৃত্যাং নির্ম্মমে (নির্ম্মিতবান্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপ বলিতে বলিতে দুর্ব্বাসার মুখ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় মস্তক হইতে জটা ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা অম্বরীষের নিমিত্ত কালাগ্নিতুল্যা এক কৃত্যা (দেবতা) নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মৈ তং হন্তুং ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মৈ'—তাঁহাকে বিনাশ

করিবার নিমিত্ত এক কৃত্যা (মারণাত্মিকা দেবতা) সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তামাপতন্তীং জ্বলতীমসিহস্তাং পদা ভুবম্ ।
বেপয়ন্তীং সমুদ্বীক্ষ্য ন চচাল পদান্নৃপঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—নৃপঃ (অম্বরীষঃ) জ্বলতীম্ অসিহস্তাং পদা ভুবং বেপয়ন্তীং (কম্পয়ন্তীং) তাং (কৃত্যাম্) আপতন্তীং (স্বাভিমুখমাগচ্ছন্তীং) সমুদ্বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বাপি) পদাৎ (স্বস্থানাৎ) ন চচাল (ন চলিতবান্) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—ঐ জ্বলন্তকৃত্যা হস্তে অসি লইয়া পদদ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে তদভিমুখে আগমন করিতেছে দেখিয়াও মহারাজ অম্বরীষ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—পদান্ন চচালেতি ব্রহ্মতেজসঃ প্রতিকর্ত্তুমনর্হত্বং সর্ব্বথা সহনার্হত্বঞ্চ বিভাব্যেতি ভাবঃ ॥ ৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পদাৎ ন চচাল'—ব্রহ্মতেজের প্রতিকার অসম্ভব এবং সর্ব্বপ্রকারে সহ্যেরও অযোগ্য, এরূপ বিবেচনা করতঃ নিজের স্থান হইতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না ॥ ৪৭ ॥

প্রাগ্দিষ্টং ভৃত্যরক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা ।
দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—মহাত্মনা পুরুষেণ (পুরুষোত্তমেন শ্রীহরিণা) ভৃত্যরক্ষায়াং (সেবকরক্ষার্থং) প্রাগ্ দিষ্টং (পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টং) চক্রং পাবকঃ (দাবাগ্নিঃ) ক্রুদ্ধাহিম্ ইব (যথা ক্রুদ্ধম্ অহিং সর্পং দহতি তথা) তাং কৃত্যাং দদাহ (ভস্মীচকার) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—দাবাগ্নি যেরূপ ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে, ভক্তরক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই শ্রীহরির আদেশপ্রাপ্ত সুদর্শনচক্রও তদ্রূপ সেই কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—চক্রং কর্ত্তৃ কৃত্যাং দদাহ । ননু কিং রাজ্ঞা স্বরক্ষার্থং নিবেদিতং সদ্দদাহ ? নহি নহি প্রাক্ অম্বরীষস্য ভজনপ্রারম্ভদশামারভ্যৈব ক্বাপি স্বাপকারিলোকেঽপ্যনপকরণস্বভাবং তস্যালক্ষ্য পুরুষেণ ভক্তবৎসলেনৈব ভগবতাদিষ্টং হে চক্র যদাস্য প্রাণসঙ্কটমাপততি তদা ত্বমেব স্বয়মেবাস্যাভিহন্তারং জহীত্যাদিষ্টং, পাবকো দাবাগ্নিঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চক্রং'—কর্ত্তা, অর্থাৎ চক্রই সেই কৃত্যাকে ভস্মীভূত করিয়াছিল । যদি বলেন —মহারাজ কর্ত্তৃক নিজরক্ষার নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া কি দগ্ধ করিলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—না, না, পূর্ব্বে অম্বরীষ মহারাজের ভজনের প্রারম্ভকাল হইতেই, নিজের প্রতি অন্যায় আচরণকারী জনেও যিনি অপকার করেন না, তাঁহার এই স্বভাব দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীভগবানই আদেশ দিয়াছিলেন—হে চক্র ! যখন এই অম্বরীষ মহারাজের প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইবে, তখন তুমি নিজেই ইঁহার অভিহন্তাকে বিনাশ করিবে । 'পাবকঃ'—দাবানল যেমন ক্রুদ্ধ সর্পকে বিনাশ করে ॥ ৪৮ ॥

তদভিদ্রবদুদ্বীক্ষ্য স্বপ্রয়াসঞ্চ নিষ্ফলম্ ।
দুর্ব্বাসা দুদ্রুবে ভীতো দিক্ষু প্রাণপরীপ্সয়া ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—দুর্ব্বাসাঃ স্বপ্রয়াসং নিষ্ফলং তদভিদ্রবৎ (তস্য চক্রস্য অভিমুখং স্বমপি দগ্ধং দ্রবৎ) চ উদ্বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ভীতঃ (সন্) প্রাণপরীপ্সয়া (প্রাণরক্ষার্থম্ ইত্যর্থঃ) দিক্ষু (সর্ব্বাসু দিক্ষু) দুদ্রুবে (ধাবিতবান্) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা দেখিলেন, তাঁহার নিজপ্রয়াস বিফল হইল, পরন্তু ঐ চক্র তাঁহারই অভিমুখে দ্রুত আগমন করিতেছে, তখন তিনি ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—তচ্চক্রং কৃত্যাং দগ্ধ্বাপি অভি অভিমুখং স্বমপি দগ্ধং দ্রবৎ ধাবৎ বীক্ষ্য ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্ অভিদ্রবৎ'—সেই সুদর্শন চক্র কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ও তাঁহাকেও দগ্ধ করিতে নিজের অভিমুখে আসিতেছে লক্ষ্য করিয়া দুর্ব্বাসা প্রাণরক্ষার আশায় ভয়ে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

তমন্বধাবদ্ভগবদ্রথাঙ্গং
দাবাগ্নিরুদ্ধূতশিখো যথাহিম্ ।
তথানুষক্তং মুনিরীক্ষমাণো
গুহাং বিবিক্ষুঃ প্রসসার মেরোঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—উদ্ধূতশিখঃ (প্রজ্জ্বলিতশিখাবিশিষ্টঃ) দাবাগ্নিঃ (দাবানলঃ) অহিং যথা (সর্পম্ অনুধাবতি তথা) ভগবদ্রথাঙ্গং (ভগবতঃ চক্রম্) তং (দুর্ব্বাসসম্) অন্বধাবৎ (অনুধাবিতবান্) মুনিঃ (দুর্ব্বাসাঃ) তথা অনুসক্তং (পৃষ্ঠতঃ সংসক্তং সংলগ্নমিব তং চক্রম্) ঈক্ষমাণঃ (পশ্যন্) মেরোঃ (সুমেরুপর্ব্বতস্য) গুহাং বিবিক্ষুঃ (গুহাপ্রবেশ-কামঃ সন্) প্রসসার (অধাবৎ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত দাবাগ্নি যেরূপ সর্পের অনুধাবন করে, ভগবচ্চক্রও তদ্রূপ দুর্ব্বাসার অনুসরণ করিলেন। দুর্ব্বাসা স্বীয় পৃষ্ঠদেশে সংলগ্নের ন্যায় চক্রকে দেখিয়া সুমেরুগহ্বরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছায় বেগে ধাবমান হইলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—অনুষক্তং পৃষ্ঠতঃ সংলগ্নমিবেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুষক্তং'—পৃষ্ঠদেশে সংলগ্নের ন্যায় চক্রকে দেখিয়া (দুর্ব্বাসা পলায়ন করিতে লাগিলেন) ॥ ৫০ ॥

দিশো নভঃ ক্ষ্মাং বিবরান্ সমুদ্রান্
লোকান্ সপালাংস্ত্রিদিবং গতঃ সঃ ।
যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র
সুদর্শনং দুষ্প্রসহং দদর্শ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (দুর্ব্বাসাঃ) দিশঃ (সর্ব্বং দিঙ্মণ্ডলং) নভঃ (আকাশং) ক্ষ্মাং (ভূমিং) বিবরান্ (গর্ত্তান্) সমুদ্রান্ সপালান্ (পালকৈঃ সহিতান্) লোকান্ (ভুবনানি) ত্রিদিবং (স্বর্গঞ্চ) গতঃ (আত্মরক্ষণকামনয়া সর্ব্বত্র জগাম পরন্তু) যতঃ যতঃ (যত্র যত্র) ধাবতি (গচ্ছতি) তে তত্র দুষ্প্রসহং (দুঃসহপ্রভাবশালি) সুদর্শনং (বিষ্ণুচক্রং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা আত্মরক্ষার্থ দিঙ্মণ্ডল, আকাশ, পৃথিবী, গুহা, সমুদ্র, লোকপালদিগের লোক, ত্রিভুবন এবং স্বর্গে গমন করিলেন, কিন্তু যেস্থানেই গমন করেন, সেই স্থানেই দুঃসহ-তেজোময় সুদর্শনচক্র দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

অলব্ধনাথঃ স যদা কুতশ্চিৎ
সংত্রস্তচিত্তোঽরণমেষমাণঃ ।
দেবং বিরিঞ্চং সমগাদ্বিধাত-
স্ত্রাহ্যাত্মযোনেঽজিততেজসো মাম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—সন্ত্রস্তচিত্তঃ (ভীতচিত্তঃ) অরণম্ এষমাণঃ (শরণম্ অন্বিষ্যন্) সঃ (দুর্ব্বাসাঃ) যদা (যস্মিন্ কালে) কুতশ্চিৎ (কুত্রাপি) অলব্ধনাথঃ (অলব্ধঃ অপ্রাপ্তঃ নাথঃ রক্ষকঃ যেন তাদৃশঃ বভূব তদা হে) আত্মযোনে ! বিধাত ! (হে ব্রহ্মন্ !) অজিততেজসঃ (হরেঃ চক্রাৎ) মাং ত্রাহি (রক্ষ ইত্যুক্ত্বা) দেবং বিরিঞ্চং (ব্রহ্মাণং) সমগাৎ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—ভীতচিত্ত দুর্ব্বাসা নিজ আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে, যখন কুত্রাপি আশ্রয় পাইলেন না, তখন ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া বলিলেন, হে বিধাতঃ ! হে ব্রহ্মন্ ! দুঃসহ তেজোময় ভগবচ্চক্র হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন্ ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—অরণং শরণং এষমাণঃ অন্বিষ্যন্ ॥৫২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অরণং'—আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে (ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন ।) ॥ ৫২ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

স্থানং মদীয়ং সহবিশ্বমেতৎ
ক্রীড়াবসানে দ্বিপরার্দ্ধসংজ্ঞে ।
ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হি সংদিধক্ষোঃ
কালাত্মনো যস্য তিরোঽভবিষ্যৎ ॥ ৫৩ ॥
অহং ভবো দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ
প্রজেশভূতেশসুরেশমুখ্যাঃ ।
সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্দ্ধার্পিতং লোকহিতং বহামঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ। ক্রীড়াবসানে (ক্রীড়ায়াঃ অবসানে) দ্বিপরার্দ্ধসংজ্ঞে (দ্বিপরার্দ্ধনামক-কালে, প্রলয়কালে ইত্যর্থঃ) সহবিশ্বং (বিশ্বসহিতং) মদীয়ম্ এতৎ স্থানং সন্দিধক্ষোঃ (সম্যক্ দগ্ধুং বিনাশয়িতুম্ ইচ্ছোঃ) কালাত্মনঃ (কালরূপিণঃ) যস্য (বিষ্ণোঃ) ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ হি (ভ্রূভঙ্গমাত্রেণৈব) তিরোহভবিষ্যৎ (তিরোভবিষ্যতি অপি চ) অহং (ব্রহ্মা) ভবঃ (শিবঃ) দক্ষভৃগুপ্রধানাঃ (দক্ষভৃগু-প্রভৃতয়ঃ) প্রজেশ-ভূতেশ-সুরেশমুখ্যাঃ (প্রজাপতি-ভূতাধিপতি-সুরপতিশ্রেষ্ঠাঃ এতে) বয়ং সর্ব্বে যন্নিয়মং (যস্য বিষ্ণোঃ নিয়মং) প্রপন্নাঃ (প্রাপ্তাঃ সন্তঃ) লোকহিতং (যথা ভবতি তথা) অর্পিতং (স্বস্মিন্ নির্দ্দিষ্টং তং নিয়মং) মূর্দ্ধ্না (অবনতমস্তকেন) বহামঃ (ধারয়ামঃ পালয়ামঃ, অতঃ তদ্ভক্তদ্রোহিণং ত্বাং রক্ষিতুং ন সমর্থোঽহমিতি শেষঃ) ॥ ৫৩-৫৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—দ্বিপরার্দ্ধ কালে ক্রীড়াবসানে যে কালরূপী বিষ্ণুর ইচ্ছায় ভ্রূভঙ্গীমাত্রে এই বিশ্বের সহিত মদীয় লোক তিরোহিত হইবে—আমি, শিব, দক্ষ, ভৃগুপ্রমুখ ঋষিবৃন্দ, প্রজাপতি, ভূতনাথ ও সুরশ্রেষ্ঠগণ আমরা সকলেই অধীন হইয়া যাঁহার লোকহিতকর আদেশ অবনত মস্তকে বহন করিতেছি, সেই বিষ্ণুর ভক্তদ্রোহী আপনাকে রক্ষা করিতে আমি সমর্থ নহি ॥ ৫৩-৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিপরার্দ্ধসংজ্ঞে কালে যস্য কালাত্মনঃ কালরূপং যৎ স্বরূপং তস্মাৎ। প্রপন্না বয়ং লোকহিতং যথা স্যাত্তথা যদাজ্ঞাং বহামঃ। অতস্তদ্ভক্তদ্রোহিণং ত্বাং রক্ষিতুং ন সমর্থোঽহমিতি শেষঃ। যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধাৎ ॥ ৫৩-৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিপরার্দ্ধ-সংজ্ঞে'—দুই পরার্দ্ধ সংবৎসর কাল পরে, 'যস্য কালাত্মনঃ'—কালস্বরূপ যে বিষ্ণুর (ভ্রূভঙ্গীমাত্রেই বিশ্বের সহিত আমার এই ব্রহ্মলোক অন্তর্হিত হইবে)। 'প্রপন্নাঃ'—আমার লোকসমুদয়ের হিত যাহাতে হয়, সেইরূপে যাঁহার আজ্ঞা মস্তকে বহন করিতেছি। অতএব তাঁহার ভক্তের প্রতি দ্রোহকারী তোমাকে রক্ষা করিতে আমি সমর্থ নহি—এই ভাব। এখানে যদ্ ও তদ্ শব্দের নিত্য সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে ॥ ৫৩-৫৪ ॥

প্রত্যাখ্যাতো বিরিঞ্চেন বিষ্ণুচক্রোপতাপিতঃ।
দুর্ব্বাসাঃ শরণং যাতঃ শর্ব্বং কৈলাসবাসিনম্ ॥৫৫॥

অন্বয়ঃ—(অথ) বিষ্ণুচক্রোপতাপিতঃ বিরিঞ্চেন (ব্রহ্মণা) প্রত্যাখ্যাতঃ দুর্ব্বাসাঃ কৈলাস-বাসিনং শর্ব্বং (শিবং) শরণং যাতঃ (গতবান্) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—বিরিঞ্চি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিষ্ণুচক্রের তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত দুর্ব্বাসা কৈলাসবাসী শিবের শরণাগত হইলেন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি
যস্মিন্ পরেঽন্যেঽপ্যজজীবকোশাঃ।
ভবন্তি কালে ন ভবন্তি হীদৃশাঃ
সহস্রশো যত্র বয়ং ভ্রমামঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশঙ্করঃ উবাচ। (হে) তাত! (হে বৎস!) যস্মিন্ পরে (পরমেশ্বরে) অজজীবকোশাঃ (অজাঃ ব্রহ্মাণঃ ত এব জীবাঃ তেষাং কোশা উপাধিভূতা ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহাঃ) ঈদৃশাঃ (দৃশ্যমানব্রহ্মাণ্ডপ্রমাণাঃ) অন্যে (অপরে) অপি সহস্রশঃ (বহুসহস্রসংখ্যকাঃ) কালে (যথাকালং) ভবন্তি (জায়ন্তে) ন ভবন্তি (নশ্যন্তি চ) যত্র (যেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু) (লোকেশাভিমানিনঃ) বয়ং ভ্রমামঃ (ভ্রান্তাঃ অতঃ) বয়ং (তস্মিন্) ভূম্নি (মহতি শ্রীহরৌ) ন প্রভবামঃ (ন সমর্থাঃ) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে বৎস! যে পরমেশ্বরে ব্রহ্মাদি অনন্ত জীবের উপাধিভূষিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ডসদৃশ অন্যান্য সহস্র সহস্র বস্তু কালে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরির প্রতি ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে লোকপাল-অভিমানে ভ্রান্ত আমরা কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মিন্ পরমেশ্বরে অজা ব্রহ্মাণ এব জীবাস্তেষাং কোষা উপাধিভূতাঃ ব্রহ্মাণ্ডানি অন্যেঽপি ভবন্তি জায়ন্তে নশ্যন্তি চ, যত্র যেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু লোকেশাভিমানিনো বয়ং ভ্রমামঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্মিন্ পরে'—যে পরমেশ্বরের মধ্যে জীবরূপী ব্রহ্মার উপাধিস্বরূপ অসংখ্য

ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ যথাকালে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, 'যত্র' —যে সকল ব্রহ্মাণ্ডে আমরা লোকপালকত্বের অভিমানী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি (সেই ভূমা পুরুষ পরমেশ্বরের উপর আমাদের কোনরূপ প্রভুত্ব নাই।) ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সর্ব্বজ্ঞ আপনার কিরূপে ভ্রম হইতে পারে ? তাহাতে বলিতেছেন —'অহম্', আমি সনৎকুমার প্রভৃতি সকলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যাঁহার মায়া অবগত হইতে পারি না ॥ ৫৭-৫৯ ॥

অহং সনৎকুমারশ্চ নারদো ভগবানজঃ।
কপিলোঽপান্তরতমো দেবলো ধর্ম্ম আসুরিঃ ॥ ৫৭ ॥
মরীচিপ্রমুখাশ্চান্যে সিদ্ধেশাঃ পারদর্শনাঃ।
বিদাম ন বয়ং সর্ব্বে যন্মায়াং মায়য়াবৃতাঃ ॥ ৫৮ ॥
তস্য বিশ্বেশ্বরস্যেদং শস্ত্রং দুর্ব্বিষহং হি নঃ।
তমেবং শরণং যাহি হরিন্তে শং বিধাস্যতি ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু সর্ব্বজ্ঞস্য তব কুতঃ ভ্রম ইত্যাহ) অহং (শিবঃ) সনৎকুমারঃ চ, নারদঃ, ভগবান্ অজঃ (ব্রহ্মা), কপিলঃ, অপান্তরতমঃ (ব্যাসঃ), দেবলঃ, ধর্ম্মঃ (যমরাজঃ), আসুরিঃ, মরীচিপ্রমুখাঃ (মরীচিপ্রভৃতয়ঃ) অন্যে সিদ্ধেশাঃ (সিদ্ধপ্রধানাশ্চ এতে) সর্ব্বে বয়ং পারদর্শনাঃ (সর্ব্বজ্ঞা অপি) মায়য়া (যস্য মায়য়া) আবৃতাঃ (সন্তঃ) যন্মায়াং (যস্য মায়াং) ন বিদামঃ (ন অবগতাঃ) তস্য বিশ্বেশ্বরস্য (শ্রীহরেঃ) ইদং শস্ত্রং (চক্রং) নঃ (অস্মাকং) হি (নূনং) দুর্ব্বিষহম্ (অসহনীয়ং ততঃ) তং (হরিম্) এব শরণং যাহি (গচ্ছ) হরিঃ তে (তব) শং (কল্যাণং) বিধাস্যতি (করিষ্যতি) ॥ ৫৭-৫৯ ॥

অনুবাদ—(যদি বল আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার ভ্রম কোথায়, তদুত্তরে বলিতেছেন—) আমি (শিব), সনৎকুমার, নারদ, পরমপূজ্য ব্রহ্মা, কপিল, অপান্তরতমঃ (ব্যাস), দেবল, যম, আসুরি, মরীচি-প্রমুখ ঋষিবৃন্দ এবং অপরাপর সিদ্ধেশ্বরগণ—আমরা সকলে সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া যাঁহার মায়াকে জানিতে পারি না, সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীহরির এই চক্র আমাদের ও দুর্ব্বিষহ, সুতরাং তুমি শ্রীহরির সন্নিধানে গমন কর। তিনি তোমার কল্যাণ বিধান করিবেন ॥ ৫৭-৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সর্ব্বজ্ঞস্য তব কুতো ভ্রমস্তত্রাহ অহমিতি পারদর্শিনঃ সর্ব্বজ্ঞা অপি যস্য মায়াং ন বিদ্মঃ ॥ ৫৭-৫৯ ॥

ততো নিরাশো দুর্ব্বাসাঃ পদং ভগবতো যযৌ।
বৈকুণ্ঠাখ্যং যদধ্যাস্তে শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়া সহ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (শিবাৎ) নিরাশঃ দুর্ব্বাসাঃ ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) বৈকুণ্ঠাখ্যং (বৈকুণ্ঠ-নামকং) পদং (স্থানং) যযৌ (গতবান্) শ্রীনিবাসঃ (শ্রীহরিঃ) শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা) সহ যৎ বৈকুণ্ঠাখ্যং পদম্) অধ্যাস্তে (অধিতিষ্ঠতি) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর শিবের নিকটেও নিরাশ হইয়া দুর্ব্বাসা ভগবান্ শ্রীহরির বৈকুণ্ঠ নামক ধামে গমন করিলেন। তথায় শ্রীনিবাস নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—নিরাশ ইতি শিব শিব মদ্ব্রহ্মতেজস্বিত্বাভিমানো রসাতলং গতঃ অন্যেনাপি ব্রহ্মাদিনা কেনাপ্যহং ন ত্রাতঃ। মদিষ্টদেবঃ শম্ভুর্মাং রক্ষিষ্যতীত্যাশা আসীৎ সাপি ব্যর্থা বভূব। সম্প্রতি যস্য ভক্তেন এতাং দুরবস্থামহং প্রাপিতস্তস্যৈব বিষ্ণোঃ সন্নিধির্মম স্বপ্রাণরক্ষার্থং গন্তব্যো বভূব ধিঙ্মে লজ্জাং প্রাণাংশ্চেতি নির্ব্বেদো ধ্বনিতঃ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ নিরাশঃ'—শ্রীশঙ্করের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া, হায়! হায়! আমার ব্রহ্মতেজস্বিত্ব অভিমান রসাতলে গেল, ব্রহ্মাদি কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিল না। মদীয় ইষ্টদেব শম্ভু আমাকে রক্ষা করিবেন, এই আশা ছিল, তাহাও ব্যর্থ হইল। এক্ষণে যাঁহার ভক্তের দ্বারা আমি এই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই বিষ্ণুর নিকটেই নিজ প্রাণরক্ষার জন্য যাইতে হইবে, ধিক্ আমার লজ্জা ও প্রাণকে—এরূপ নির্ব্বেদ ধ্বনিত হইল ॥ ৬০ ॥

সন্দহ্যমানোঽজিতশস্ত্রবহ্নিনা
তৎপাদমূলে পতিতঃ সবেপথুঃ।

আহাচ্যুতানন্ত সদীপ্সিত প্রভো
কৃতাগসং মাবহি বিশ্বভাবন ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—অজিতশস্ত্রবহ্নিনা (চক্রাগ্নিনা) সন্দহ্যমানঃ (সন্তপ্যমানঃ) সবেপথুঃ (কম্পমানঃ) সঃ দুর্ব্বাসাঃ) তৎপাদমূলে (শ্রীহরিচরণতলে) পতিতঃ (সন্) আহ (উক্তবান্—হে) অচ্যুত ! (হে) অনন্ত ! (হে) সদীপ্সিত ! (হে সাধুজনাভীষ্ট !) (হে) প্রভো ! (হে) বিশ্বভাবন ! (হে বিশ্বপালক ! কৃতাগসং (কৃতাপরাধং) মা (মাম) অবহি (রক্ষ) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—চক্রাগ্নি-দ্বারা সন্তপ্ত দুর্ব্বাসা কম্পিত-কলেবরে ভগবৎপাদমূলে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে অচ্যুত ! হে অনন্ত ! হে বিশ্বপালক ! আপনি সাধুদিগের একমাত্র অভীষ্ট । আমি অপরাধ করিয়াছি । হে প্রভো, আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—মা মাং অবহি পাহি ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাবহি'—'মা' আমাকে, 'অবহি'—রক্ষা কর ॥ ৬১ ॥

অজানতা তে পরমানুভাবং
কৃতং ময়াঘং ভবতঃ প্রিয়ানাম্ ।
বিধেহি তস্যাপচিতিং বিধাত-
র্মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিধাতঃ ! (হে পরমেশ্বর !) তে (তব) পরমানুভাবং (পরম-প্রভাবম্) অজানতা ময়া ভবতঃ প্রিয়াণাং (প্রিয়ভক্তানাং বিষয়ে) অঘং (পাপং) কৃতং তস্য (অঘস্য) অপচিতিং (নিষ্কৃতিং) বিধেহি (কুরু, মদ্ভক্তদ্রোহে নিষ্কৃতিং ন পশ্যামীতি চেৎ তত্রাহ) যন্নাম্নি (যস্য তব নাম্নি) উদিতে (কীর্ত্তিতে) নারকঃ (নরকস্থঃ) অপি মুচ্যেত (মুক্তো ভবেৎ তস্য তব কিমশক্যমিতি ভাবঃ) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—হে বিধাতঃ ! আপনার পরমপ্রভাব না জানিয়াই আমি ভবদীয় ভক্তের প্রতি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে এই অপরাধ হইতে মুক্ত করুন । যাঁহার নামমাত্রে নরকস্থ জীব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, তাঁহার অসাধ্য কি আছে ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—অঘমপরাধঃ অপচিতিং নিষ্কৃতিং ॥৬২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঘং'—আপনার ভক্তের প্রতি অপরাধ করিয়াছি, 'তস্য অপচিতিং'—আপনি উহার নিষ্কৃতি বিধান করুন ॥ ৬২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ । (হে) দ্বিজ ! (হে মুনে !) অহং ভক্তপরাধীনঃ (যথা রুদ্রাদয়ঃ মদধীনাঃ ত্বাং ত্রাতুং ন শক্ত্যাঃ, তথা অহমপি ভক্তাধীনঃ ইতি ত্বাং ত্রাতুং ন শক্নোমীতি ভাবঃ, ননু স্বয়মেব তং ভক্তাধীনঃ ভবসি, নতু ভক্তৈস্তং পরাধীনীকর্ত্তুমিষ্টঃ অতঃ স্বতন্ত্রঃ এব অসি ইত্যত্রাহ) অস্বতন্ত্রঃ ইব (সত্যং স্বতন্ত্রোঽপি অহং স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তপরতন্ত্রী ভবামীতি স্বস্বভাবস্য প্রায়ো দুস্ত্যজত্বাৎ ইব শব্দঃ) সাধুভিঃ ভক্তৈঃ (মোক্ষপর্য্যন্তকামনাশূন্যৈঃ উত্তমৈঃ ভক্তৈঃ) গ্রস্তহৃদয়ঃ (গ্রস্তং বশীকৃতং হৃদয়ং যস্য সঃ তাদৃশঃ, অত মম মনঃ এব নাস্তি, যত্র স্থিতয়া করুণয়া তব দুঃখং হরামীতি ভাবঃ অপিচ) ভক্তজনপ্রিয়ঃ (ভক্তানাং জনাঃ অপি প্রিয়াঃ যস্য সঃ কিমুত তে ইতি কৈমুত্যং দর্শিতম্) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে দ্বিজ ! হে মুনে ! আমি ভক্তের অধীন (রুদ্রাদি দেবতা যেরূপ আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, আমিও তদ্রূপ ভক্তের অধীন, সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ) সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায় । মুক্তি পর্য্যন্ত বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে । ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্যজনসমূহও আমার প্রিয় ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—যথা মদধীনত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাৎ ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্ত্বাং ত্রাতুং নাশকুবংস্তথৈবাহমপি পরাধীনস্ত্বাং ত্রাতুং ন শক্নোমীত্যাহ অহমিতি । ননু ত্বং স্বয়মেব ভক্তপরাধিনীভবসি নতু ভক্তৈস্তং পরাধিনীকর্ত্তুমিষ্টোঽতস্তং স্বতন্ত্র এবাসি । সত্যং স্বতন্ত্রোঽপ্যহং স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তপরতন্ত্রী ভবামীতি, স্বস্বভাবস্য প্রায়োদুস্ত্যজত্বাদিব শব্দঃ । এতাদৃশমদ্দুঃখদর্শনেঽপি তব করুণা

নোদয়তে ইতি চেৎ সত্যং, করুণা খলু যস্য ধর্ম্মস্তন্ময এব মম নাস্তীত্যাহ। সাধুভির্মোক্ষপর্য্যন্ত-কামনা-শূন্যত্বাদুত্তমৈর্ভক্তৈর্গ্রস্তমাত্মবশীকৃতং হৃদয়ং যস্য সঃ। দিৎসিতং মোক্ষাদিকং তেষামরোচকত্বাদযোগ্যমালক্ষ্য ময়া স্বহৃদয়মেব বলাদ্দত্তং তৈরপি তদ্‌গৃহীত্বা স্বহৃদয়েনৈকীকৃত্য সাদরং স্থাপিতমিতি ধ্বনিঃ। অতএব তেষামনুকম্প্যো এব মমানুকম্পেতি ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎকৃপেতি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধিস্তয়া জ্ঞায়ত এবেত্যনুধ্বনিঃ। ভক্তানাং জনা অপি প্রিয়া যস্য কিমুত তে ইতি হে দ্বিজ বিপ্রবটো ইদমপি ন কিমপি পরামৃশসীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেরূপ আমার অধীন বলিয়া অস্বতন্ত্রহেতু ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, তদ্রূপ আমিও পরাধীন, তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহি—ইহা বলিতেছেন, 'অহম্' ইত্যাদি। যদি বলেন—তুমি নিজেই ভক্তের অধীন হইয়াছ, কিন্তু ভক্তগণ তোমাকে অধীন করিতে অভিলাষ করেন নাই, অতএব তুমি স্বতন্ত্রই। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, হ্যাঁ, স্বতন্ত্র হইয়াও আমি স্বেচ্ছাবশতঃই ভক্তের অধীন হইয়া থাকি, কারণ নিজ নিজ স্বভাব প্রায়শঃই দুস্ত্যজ, ইহা জানাইবার জন্য 'ইব' শব্দের প্রয়োগ (অর্থাৎ অস্বতন্ত্রের ন্যায়)। যদি বলেন—এইরূপ আমার দুঃখ দর্শন করিয়াও কি তোমার করুণার উদয় হইতেছে না? ইহার উত্তরে—হ্যাঁ, করুণা যাহার ধর্ম্ম, সেই মনই আমার নাই, ইহা বলিতেছেন—'সাধুভিঃ গ্রস্তহৃদয়ঃ', মোক্ষ পর্য্যন্ত বাসনাশূন্য বলিয়া উত্তম ভক্তগণ কর্ত্তৃক গ্রস্ত বলিতে আত্মবশীকৃত হৃদয় যাঁহার, অর্থাৎ সাধু ভক্তগণ আমার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে। মোক্ষাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেও, তাহা তাঁহাদের অরুচিকরহেতু অযোগ্য বিবেচনা করিয়া আমি নিজ হৃদয়কেই বলপূর্ব্বক প্রদান করায়, তাঁহারাও তাহা গ্রহণপূর্ব্বক নিজ হৃদয়ের সহিত একাকার (মিলিত) করিয়া সাদরে স্থাপন করিয়াছে—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। অতএব তাঁহাদের অনুকম্পাতেই আমার অনুকম্পা, অর্থাৎ ভক্তের কৃপার অনুগামিনী শ্রীভগবানের অনুকম্পা—এই সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ তত্ত্ব তুমি অবগত আছ, এইরূপ অনুধ্বনি। 'ভক্ত-জন-প্রিয়ঃ' —ভক্তের কথা অধিক কি, তাঁহাদের পালিত জনসমূহও আমার প্রিয়। 'হে দ্বিজ!' হে ব্রাহ্মণকুমার! ইহাও কি তুমি বিবেচনা করিতেছ না—এই ভাব ॥ ৬৩ ॥

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্! (হে মুনে!) যেষাং (সাধূনাং ভক্তানাম্) অহম্ (এব) পরা (কেবলা) গতিঃ (আশ্রয়ঃ তৈঃ) সাধুভিঃ মদ্‌ভক্তৈঃ বিনা অহম্ আত্মানং (স্বরূপভূতানন্দং) আত্যন্তিকীং (নিত্যাং) শ্রিয়ং চ (ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তিমপি) ন আশাসে (ন স্পৃহয়ামি) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণবর! যাঁহাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ-ব্যতীত আমি নিজস্বরূপগত আনন্দ ও নিত্যা ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তির অভিলাষ করি না। (ভগবান্ আনন্দময় হইলেও হ্লাদিনীর সার ভক্ত ভগবান্‌কেও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং ভক্ত-ভাব ভগবত্তাবাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, অতএব ভক্তই ভগবানের একমাত্র অভিলষিত) ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তাস্তে কিয়ৎ প্রীতিবিষয়া ইতি চেৎ শৃণু তত্ত্বমিত্যাহ নাহমিতি। যত্র আরমণাদহমাত্মারাম ইতি প্রসিদ্ধস্তমাত্মানমপি ভক্তৈর্বিনা নাশাসে ন কাঙ্ক্ষে ইতি মৎ-স্বরূপভূতানন্দাদপি মদ্ভক্তস্বরূপানন্দোঽতিস্পৃহণীয় ইতি দ্বয়োরপি চিদ্রূপত্বেঽপি ভক্তবৃত্তিন্যা ভক্তেরনুগ্রহাখ্য-চিদ্‌বৃত্তিবিপাকরূপায়াঃ সর্ব্বচিৎসারভূতত্বান্মমানন্দস্বরূপস্যাপ্যানন্দকত্বাদাকর্ষকত্বাচ্চ। শ্রিয়ং ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তিং আত্যন্তিকীং নিত্যামপি যৈর্বিনা বন্ধ্যামিব বেদ্মীতি ভাবঃ। যেষাং ভক্তানামহমেব গতিরেক উপাদেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভক্তজন তোমার কতদূর প্রীতির বিষয়?'—ইহা যদি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহাতে যথার্থ্য শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'নাহম্ আত্মনম্' ইত্যাদি। আত্মাতে রমণ করি, এইজন্য আমি 'আত্মারাম' বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই আত্মাকেও আমি ভক্তগণ বিনা আকাঙ্ক্ষা করি না। অর্থাৎ

আমার স্বরূপভূত আনন্দ হইতেও আমার ভক্তস্বরূপের আনন্দ আমার নিকট অতিশয় স্পৃহণীয়, কারণ দুইটি চিদ্রূপ হইলেও, চিদ্বৃত্তির বিপাকরূপ ভক্তির অনুগ্রহাখ্য বৃত্তি ভক্তজনেই অবস্থান করে, উহা সকল হলাদিনীর সারভূত, এইহেতু আনন্দস্বরূপ আমারও আনন্দপ্রদ ও আকর্ষক। 'শ্রিয়ং'—নিত্যা ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যসম্পদ্‌কেও যে ভক্ত সাধুগণ ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা করি না, অর্থাৎ সেই ঐশ্বর্য্যকে বন্ধ্যার ন্যায় মনে করি, এই ভাব। 'যেষাম্'—যে ভক্তগণের আমিই একমাত্র উপাদেয় আশ্রয়, এই অর্থ ॥ ৬৪ ॥

যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥৬৫॥

অন্বয়ঃ—যে (সাধবঃ মদ্‌ভক্তাঃ) দারাগার পুত্রাপ্ত-প্রাণান্ (স্ত্রী-গৃহ-পুত্র-স্বজন-প্রাণান্) বিত্তং (ধনং) ইমং (বর্ত্তমানং লোকং) পরং (পরলোকঞ্চ) হিত্বা (সন্ত্যজ্য) মাং শরণং যাতাঃ (প্রাপ্তাঃ) তান্ (ভক্তান্) কথং (কেন প্রকারেণ) ত্যক্তুম্ উৎসহে (প্রভবামি) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—যে সকল সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাণ ইহপরলোক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব ? ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভো ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণং মাং নোপেক্ষস্বেতি চেৎ সত্যং তর্হি কিং ভক্তানুপেক্ষে ভক্তাপকারকস্য তব রক্ষণেন স্বতএব ভক্তাস্ত্যক্তা ভবেয়ুস্তত্তু নোপপদ্যত এবেত্যাহ যে ইতি ভক্তাঃ খলু তে মদর্থং পরমপ্রেমাস্পদ-দুস্ত্যজ-দারাদ্যাসক্তিমত্যজন্ ব্রাহ্মণস্ত্বং মদর্থং কিমত্যজন্তদ্‌গ্রহীতি ভাবঃ। ন চাম্বরীষেণ ন কিমপি ত্যক্তমিতি বক্তব্যম্। যদা ত্বয়া অম্বরীষবধার্থং কৃত্যা বিনিযুক্তা তদা তেন স্বদেহরক্ষাপেক্ষয়া পদমাত্রমপি নাভিদ্রুতং ত্বয়া ত্বাত্মারামেণ মহাবিরক্তেন স্বদেহরক্ষার্থং জগদেব পরিক্রাম্যতা ব্রহ্মরুদ্রাদয়োঽপি প্রার্থিতাঃ এতেনৈব স্বস্য তস্য চ মূল্যং জানীহি, কিমধিকং ত্বমবুধো বোধয়িতব্য ইতি ॥ ৬৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি দুর্ব্বাসা বলেন—হে ব্রহ্মণ্যদেব ! ব্রাহ্মণ আমাকে তুমি উপেক্ষা করিতেছ ? ইহার উত্তরে—হ্যাঁ, তাহা হইলে কি ভক্তজনকে উপেক্ষা করিব ? ভক্তের অপকারক তোমার রক্ষণের দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই ভক্তজন পরিত্যক্ত হন, তাহা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে, ইহা বলিতেছেন—'যে' ইত্যাদি, যে ভক্তগণ আমার নিমিত্ত পরম প্রেমাস্পদ দুস্ত্যজ স্ত্রী, পুত্রাদির আসক্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর ব্রাহ্মণ তুমি আমার জন্য কি পরিত্যাগ করিয়াছ ? তাহা বল—এই ভাব। অম্বরীষ কিছুই ত্যাগ করে নাই, ইহা বলিতে পার না। যখন তুমি অম্বরীষের বধের নিমিত্ত কৃত্যা নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তখন তিনি নিজ দেহের রক্ষার জন্য পদমাত্রও ধাবিত হন নাই, আর তুমি আত্মারাম মহাবিরক্ত হইয়াও নিজদেহ রক্ষার নিমিত্ত সমগ্র জগৎ পরিক্রমা করতঃ ব্রহ্মা, রুদ্রাদিকেও প্রার্থনা করিয়াছ, ইহা দ্বারাই তোমার নিজের এবং তাহার মূল্য (পার্থক্য) অবগত হও, আর অধিক কি অবোধ তোমাকে বুঝাইতে হইবে ? ৬৫ ॥

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥৬৬॥

অন্বয়ঃ—সৎস্ত্রিয়ঃ (সুশীলাঃ ভার্য্যাঃ) যথা সৎপতিং (বশীকুর্ব্বন্তি তথা) ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ (সমাসক্তচিত্তাঃ) সমদর্শনাঃ (সমদৃষ্টিপরাঃ) সাধবঃ ভক্ত্যা মাং বশে কুর্ব্বন্তি (বশীকুর্ব্বন্তি) ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—সতী স্ত্রী যেরূপে সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করে ॥ ৬৬ ॥

বিশ্বনাথ—যুষ্মাভির্ব্রহ্মবাদিভিরপ্যহং দুর্ব্বশ এব তৈস্তু বশীকৃত এবাহমস্মীত্যাহ ময়ীতি। ময্যেব হৃদয়স্য নির্ব্বন্ধাৎ সাধবঃ নিষ্কামাঃ সমদর্শনাঃ স্বস্য পরেষাঞ্চ দুঃখাদিকং সমং পশ্যন্তঃ ॥ ৬৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মবাদী তোমাদের দ্বারাও আমি দুর্বশ, কিন্তু ভক্তজনই আমাকে বশীভূত করিয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—'ময়ি নির্ব্বদ্ধ-হৃদয়াঃ', আমাতেই হৃদয় স্থিরীকৃত হওয়ায় সাধুগণ নিষ্কাম

এবং সমদর্শী, নিজের ও পরের দুঃখাদি সমানরূপে তাঁহারা দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥৬৭॥

অন্বয়ঃ—তে (মদ্ভক্তাঃ সাধবঃ) সেবয়া পূর্ণাঃ (মৎসেবয়া পরিতৃপ্তমানসাঃ সন্তঃ) মৎসেবয়া প্রতীতং (স্বতঃ প্রাপ্তমপি) সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং (সালোক্যসারূপ্যসামীপ্যসার্ষ্টীতি চতুষ্টয়মপি) ন ইচ্ছন্তি অন্যৎ (তদ্ভিন্নং) কালবিপ্লুতং বিনশ্বরং স্বর্গাদি) কুতঃ (কথমপি ন ইচ্ছন্তীতিভাবঃ) ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত, আমার সেবার আনুষঙ্গিকফলে সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কালক্ষোভ্য স্বর্গাদির কথা কি ॥ ৬৭ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং নিষ্কামত্বস্য পরমকাষ্ঠামাহ মৎসেবয়েতি প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্তমপি কুতোঽন্যদিতি সালোক্যাদীনাং কালেনাবিপ্লুতত্বং দর্শয়তি কালবিপ্লুতত্বং পারমেষ্ঠ্যাদি ॥ ৬৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের নিষ্কামত্বের পরাকাষ্ঠা বলিতেছেন—'মৎসেবয়া' ইত্যাদি, আমার সেবার দ্বারা পরিতৃপ্ত ভক্তগণ 'প্রতীতং'—আমার সেবার ফলে স্বতঃ প্রাপ্ত সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, আর কালবশতঃ বিনশ্বর স্বর্গাদির কথা কি ? ইহার দ্বারা সালোক্যাদির কালের দ্বারা অবিনশ্বরত্ব এবং পারমেষ্ঠ্যাদি পদেরও কালের দ্বারা নশ্বরত্ব দেখান হইল ॥ ৬৭ ॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—সাধবঃ মহ্যং (মম) হৃদয়ং (হৃদয়তুল্যাঃ (ভবন্তি তথা) অহং তু (অহমপি) সাধূনাং হৃদয়ং (ভবামি) তে মদন্যৎ (মাং বিনা কিমপি) ন জানন্তি, অহম্ অপি তেভ্যঃ (সাধুভ্যঃ অন্যৎ) মনাক্ ন (ঈষদপি ন জানামি) ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ—সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা-ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না ॥ ৬৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ মাং সন্তাপয়তে তুভ্যং সমুচিতং ফলং দিৎসন্নপি যন্ন দদামি এতামেব মে পরাং ব্রহ্মণ্যতামবেহীত্যাহ সাধব ইতি। মহ্যং মম অম্বরীষং জ্বালয়িতুমিচ্ছংস্ত্বং মদ্হৃদয়মেব জ্বালয়িতুং প্রবৃত্তোঽভূরিত্যর্থঃ। তর্হি ত্বদপরাধ এবায়ং চেত্তচ্চরণে পতামি প্রদীদেত্যত আহ সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং সাধুহৃদয়প্রসাদে সত্যেব মৎপ্রসাদ ইত্যতো যাহি তমম্বরীষমেব প্রসাদয়েতি ভাবঃ। নন্বম্বরীষো মাং নিমন্ত্র্যাভোজয়িত্বা এব ভুক্তবানতস্তদ্দোষং কিং ন পশ্যসীতি তত্রাহ। মদন্যত্তে ন জানন্তীতি মচ্চিকীর্ষিতমেবাম্বরীষেণ কৃতমিতি ভাবঃ। তর্হি ত্বামেবাহং পৃচ্ছামি ব্রূহি। ব্রাহ্মণদ্বাদশ্যোর্মধ্যে কস্যাদরো ধর্ম্ম ইতি চেৎ যাহি তমম্বরীষমেব পৃচ্ছ স এব ত্বাং ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্বানভিজ্ঞং বোধয়িষ্যতি মাত্র লজ্জাং কামপি কার্ষীস্ত্বাদৃশো নাহমপি বিজ্ঞ ইত্যাহ নাহং তেভ্যঃ সকাশাৎ মনাগপি অধিকং জানামীত্যর্থঃ। তেন শ্রুতৌ পানীয়স্যাশিতত্বানশিতত্বয়োস্তুল্যদর্শনাৎ দ্বাদশী-ব্রাহ্মণয়োস্তুল্য এবাদরঃ কৃতো মত্তক্তেনাম্বরীষেণ ত্বত্তনভিজ্ঞস্তন্নাজ্ঞাসীরিতি ধ্বনিঃ। দুর্ব্বাসাস্তু ফলদর্শনেন দ্বাদশ্যা এব ভক্তিত্বাৎ সর্ব্বধর্ম্মাধিক্যং নির্ধারয়ন্নম্বরীষং কিমপি নাপৃষ্টবানিত্যনুধ্বনিঃ ॥ ৬৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও আমাকে সন্তাপ প্রদানকারী তোমাকে সমুচিত ফল (শিক্ষা) দানের ইচ্ছা করিয়াও যে প্রদান করি নাই, ইহাই আমার পরম ব্রহ্মণ্যতা জানিও, ইহা বলিতেছেন—'সাধবঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সাধুগণই আমার হৃদয়। 'মহ্যং'—আমার অম্বরীষকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া তুমি আমার হৃদয়কেই দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, এই অর্থ। যদি দুর্ব্বাসা বলেন—তোমার নিকট অপরাধে তোমার চরণে পতিত হইতেছি, তুমি প্রসন্ন হও, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহং', আমিও সাধুগণের হৃদয়স্বরূপ। সাধুগণের হৃদয়ের প্রসন্নতা হইলেই আমার প্রসন্নতা, অতএব যাও, সেই অম্বরীষকেই প্রসন্ন কর—এই ভাব। যদি

বলেন—দেখুন, অম্বরীষ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইয়া, নিজেই ভোজন করিয়াছে—অতএব তাহার দোষ কি আপনি দেখিতেছেন না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'মদন্যস্তে ন জানন্তি', তাঁহারা আমা ভিন্ন কিছুই জানে না, অর্থাৎ আমার চিকীর্ষিতই অম্বরীষ করিয়াছে, এই ভাব। যদি বলেন—তাহা হইলে আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি, বলুন—ব্রাহ্মণ ও দ্বাদশীর মধ্যে কাহার আদর (মর্য্যাদারক্ষা) ধর্ম্ম ? তাহাতে বলিতেছেন—যাও, সেই অম্বরীষকেই জিজ্ঞাসা কর, সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্বে অনভিজ্ঞ তোমাকে ধর্ম্ম জানাইবে, এ বিষয়ে কোন লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, তাদৃশ বিজ্ঞ আমিও নহি, ইহা বলিতেছেন—'নাহং তেভ্যো মনাগপি'—তাঁহাদের অপেক্ষা অল্পমাত্রও অধিক আমি জানি না—এই অর্থ। অতএব শ্রুতিতে জলপানের ভোজন ও অভোজন তুল্যরূপ উক্ত হওয়ায়, দ্বাদশী ও ব্রাহ্মণের সমান মর্য্যাদাই আমার ভক্ত অম্বরীষ করিয়াছে, কিন্তু তুমি অনভিজ্ঞ, তাহা জান না—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বাসা ফলদর্শনের দ্বারা দ্বাদশীরই ভক্তিরূপত্ব বলিয়া সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া অম্বরীষকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই—ইহা অনুধ্বনিত হইল ॥ ৬৮ ॥

উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র শৃণুষ্ব তৎ।
অয়ং হ্যাত্মাভিচারস্তে যতস্তং যাহি মা চিরম্।
সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্ত্তুঃ কুরুতেঽশিবম্ ॥৬৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিপ্র ! তব উপায়ং (রক্ষণোপায়ং) কথয়িষ্যামি, তৎ শৃণুষ্ব তে (তব) অয়ম্ আত্মাভিচারঃ (আত্মনঃ তবৈব অভিচারঃ হিংসা) যতঃ (যস্মাৎ অভূৎ) তং হি (তমেব) যাহি (শরণং গচ্ছ) মা চিরং (বিলম্বং মা কুরু) সাধুষু প্রহিতং (প্রেরিতং) তেজঃ (প্রভাবঃ) প্রহর্ত্তুঃ (প্রযোজকস্যৈব) অশিবম্ (অমঙ্গলং) কুরুতে ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্র ! তোমার আত্মরক্ষার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার এই আত্মহিংসা যাঁহা হইতে হইয়াছে, তাঁহার নিকটে গমন কর, বিলম্ব করিও না। সাধুদিগের প্রতি যে প্রভাব প্রযুক্ত হয়, সেই প্রভাব প্রয়োগ-কর্ত্তারই অমঙ্গল করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তদপি তব নিস্তারোপায়ং স্পষ্টমেব ব্রবীমি শৃণিত্যাহ অয়মিতি যস্য বধার্থং ত্বয়া অভিচারঃ কৃতঃ তমম্বরীষমেব যাহি স এব কৃপালুস্ত্বাং ত্রাস্যতে নান্য ইতি ভাবঃ। ন চাম্বরীষং ত্বং স্বদুঃখদং মন্যেথা ইত্যাহ। সাধুষ্বিতি ॥ ৬৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তাহা হইলেও তোমার নিস্তারের উপায় স্পষ্টভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। 'অয়ং'—যাহার বধের নিমিত্ত তুমি অভিচার (পীড়াত্মক উপদ্রব) করিয়াছিলে, সেই অম্বরীষের নিকটেই তুমি গমন কর, কৃপালু তিনিই তোমাকে রক্ষা করিবেন, অন্য কেহ নহে—এই ভাব। আর অম্বরীষকে তুমি তোমার দুঃখপ্রদাতা মনে করিও না, ইহা বলিতেছেন—'সাধুষু' ইত্যাদি, অর্থাৎ সাধুগণের প্রতি কোন তেজ প্রয়োগ করিলে, উহা প্রয়োগকারীরই অমঙ্গল সাধন করে ॥ ৬৯ ॥

তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে।
তে এব দুর্ব্বিনীতস্য কল্পেতে কর্ত্তুরন্যথা ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রাণাং তপঃ বিদ্যা চ (এতে) উভে নিঃশ্রেয়সকরে (ভগবদ্ভক্তি-রূপ পরমশ্রেয়ঃ সম্পাদকে ভবতঃ পরন্তু) দুর্ব্বিনীতস্য কর্ত্তুঃ তে (তপঃ বিদ্যা চ) অন্যথা (অকল্যাণায়) কল্পেতে (ভবতঃ) এব ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ—বিপ্রগণের তপ ও বিদ্যা—দুইটীই মঙ্গলজনক ; কিন্তু অনম্রস্বভাবযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঐ দুইটীই বিপরীত ফল প্রসব করে ॥ ৭০ ॥

বিশ্বনাথ—তপোবিদ্যাসম্পন্নস্য মম কুতস্তরাম্বরীষাৎ ক্ষত্রিয়াৎ পরিত্রাণং যুজ্যতে ইতি চেদপাত্রস্য তব তপোবিদ্যে নৈব স্তঃ প্রত্যুত তে বিপরীতে এবেত্যাহ তপ ইতি। দুর্ব্বিনীতস্য কর্ত্তুস্তদাশ্রয়স্য অন্যথা কল্পেতে বিপরীতফলে ভবতঃ ॥ ৭০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
নবমস্য চতুর্থোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন, দেখুন—তপস্যা ও বিদ্যাসম্পন্ন আমার কিপ্রকারে ক্ষত্রিয় অম্বরীষ হইতে পরিত্রাণ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? তাহার উত্তরে—অপাত্র তোমার তপস্যা ও বিদ্যা কখনই থাকিতে পারে না, অধিকন্তু উহা বিপরীতই—ইহা বলিতেছেন, 'তপ' ইত্যাদি, অর্থাৎ বিনয়াদি গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের তপস্যা ও বিদ্যা (জ্ঞান)—এই উভয়ই নিরতিশয় পুরুষার্থ সাধন (মুক্তিজনক) বটে, কিন্তু দুর্ব্বিনীত কর্ত্তার পক্ষে এ দুইটিই বিপরীত ফল দান করে ॥ ৭০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৪ ॥

ব্রহ্মংস্তদগচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্ ।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে অম্বরীষচরিতে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মণ্ ! (হে মুনে !) তৎ (তস্মাৎ ত্বং) নাভাগতনয়ং নৃপম্ (অম্বরীষং) গচ্ছ তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং ভবতু) মহাভাগং (তম্ অম্বরীষং) ক্ষমাপয় (শান্তয়) ততঃ (তস্মাৎ তব) শান্তিঃ ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণবর ! তন্নিমিত্ত তুমি নাভাগ-তনয় অম্বরীষের নিকট গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক । মহাভাগবত অম্বরীষকে শান্ত কর, তাহা হইলে তোমার শান্তি হইবে ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

মধ্ব—

ব্রহ্মাদিভক্তিকোট্যংশাদংশোনৈবাম্বরীষকে ।
নৈবন্যস্য চক্রস্যাপি তথাপি হরিরীশ্বরঃ ॥
তাৎকালিকোপচেয়ত্বাত্তেষাংযশস আদিরাট্ ।
ব্রহ্মাদয়শ্চ তৎ কীর্ত্তি ব্যঞ্জয়ামাসুরুত্তমাম্ ॥
মোহনায় চ দৈত্যানাং ব্রহ্মাদে নিন্দনায় চ ।
অন্যার্থঞ্চ স্বয়ং বিষ্ণুর্ব্রহ্মদ্যাশ্চ নিরাশিষঃ ॥
মানুষেষূত্তমাত্বাচ্চ তেষাং ভক্ত্যাদিভির্গুণৈঃ ।
ব্রহ্মাদেবিষ্ণ্বধীনত্ব জ্ঞাপনায় চ কেবলম্ ॥
দুর্ব্বাসাশ্চ স্বয়ং রুদ্রস্তথাপ্যন্যায়ামুক্তবান্ ।
তস্যাপ্যনুগ্রহার্থায় দর্পনাশার্থমেব চ ॥ ৫৩-৭১ ॥
ইতি গারুড়ে

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-নবমস্কন্ধের চতুর্থাধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্য সমাপ্ত ।

পঞ্চমোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

এবং ভগবতাদিষ্টো দুর্ব্বাসাশ্চক্রতাপিতঃ।
অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার।

এই অধ্যায়ে অম্বরীষের সুদর্শন-স্তব ও দুর্ব্বাসার প্রতি সুদর্শনের কৃপা বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীহরির আদেশে দুর্ব্বাসা অম্বরীষের চরণ-যুগল ধারণ করায় মহারাজ অম্বরীষ স্বীয় অমানী মানদত্ব স্বভাব নিবন্ধন বড়ই লজ্জিত হইয়া দুর্ব্বাসাকে কৃপা করিবার নিমিত্ত শ্রীহরির চক্রের প্রতি স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের যে ঈক্ষণ-প্রভাবে সমুদয় মায়িক বস্তুর সৃষ্টি, সেই কৃপেক্ষণই সুদর্শন। তিনি নিখিল সৃষ্ট-বস্তুর আত্ম-স্বরূপ, অচ্যুতপ্রিয়, সহস্র আরাবিশিষ্ট, সর্ব্ব-অস্ত্র-তেজোনাশক, বৈষ্ণবতেজঃ, ভগবানের পরমপ্রভাব, কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ অন্ধকার দূরীভূত করিয়া কৃষ্ণোন্মুখতারূপ তেজঃপ্রকাশকারী, নিখিল সদ্ধর্ম্মের হেতু ও যাবতীয় অধর্ম্ম-বিনাশক—তাঁহার কৃপা ভিন্ন জগতের রক্ষাবিধান অসম্ভব, অতএব শ্রীহরিকর্ত্তৃক দুষ্ট-বিনাশার্থ নিযুক্ত সর্ব্ববলস্বরূপ তিনি বিপ্র দুর্ব্বাসার মঙ্গলবিধান করুন। মহাভাগবত অম্বরীষের এইরূপ বাক্যে তুষ্ট হইয়া দুর্ব্বাসা-দহনকারী বিষ্ণুচক্র সুদর্শন শান্ত হইলেন। দুর্ব্বাসা কৃপালাভ করিয়া বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-জনিত অপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন এবং মহারাজ অম্বরীষের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসার প্রত্যাগমনাপেক্ষায় রাজা অভুক্ত ছিলেন, শেষে দুর্ব্বাসাকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিলেন। অনন্তর তিনি পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া মানস-সেবায় সন্নিবিষ্ট হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। ভগবতা (শ্রীহরিণা) এবম্ আদিষ্টঃ (আজ্ঞপ্তঃ) চক্রতাপিতঃ (সুদর্শন-তাপগ্রস্তঃ) দুর্ব্বাসাঃ অম্বরীষম্ উপাবৃত্য (সমাগত্য) দুঃখিতঃ (সন্) তৎপাদৌ (তস্যচরণদ্বয়ম্) অগ্রহীৎ (গৃহীতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ শ্রীহরির আদেশে দুর্ব্বাসা অম্বরীষ-সন্নিধানে উপনীত হইয়া দুঃখিতচিত্তে তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পাদৌ স্পৃশন্ মুনিশ্চক্রং প্রাসাদ্যৈবাবিতঃ স্তবন্।
ভোজিতং চাম্বরীষেণ পঞ্চমেঽন্তে বনং গতম্ ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চম অধ্যায়ে অম্বরীষ মহারাজ কর্ত্তৃক সুদর্শনচক্রের স্তুতির দ্বারা পাদস্পর্শকারী ঋষি দুর্ব্বাসার রক্ষণ ও ভোজন করান, দুর্ব্বাসার অম্বরীষ-প্রশংসা এবং পরিশেষে অম্বরীষের বনগমন বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

তস্য সোদ্যমমাবীক্ষ্য পাদস্পর্শবিলজ্জিতঃ।
অস্তাবীৎ তদ্ধরেরস্ত্রং কৃপয়া পীড়িতো ভৃশম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—পাদস্পর্শবিলজ্জিতঃ (ঋষিণা নিজ পাদস্পর্শাদতিলজ্জাযুক্তঃ) সঃ (অম্বরীষঃ) তস্য (দুর্ব্বাসসঃ) উদ্যমং (স্তবার্থমুদ্যমম) আবীক্ষ্য (আলোক্য) কৃপয়া ভৃশম্ (অত্যর্থং) পীড়িতঃ (সন্) হরেঃ তৎ অস্ত্রং (চক্রম্) অস্তাবীৎ (স্তুতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা পদস্পর্শ করিলে অম্বরীষ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি দুর্ব্বাসার স্তবাদির উদ্যম লক্ষ্য করিয়া কৃপাবশতঃ অতীব ব্যথিতহৃদয়ে শ্রীহরির চক্রের প্রতি স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য দুর্বাসসঃ সোঽম্বরীষঃ উদ্যমং স্তবাদ্যর্থমুদ্যমং সাচিলোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সলোপে সন্ধিঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—অম্বরীষ, 'তস্য'—সেই দুর্ব্বাসার স্তুতি করিবার উদ্যম লক্ষ্য করিয়া। 'সোদ্যমং'—সঃ উদ্যমং, এই স্থলে পাদপূরণের জন্য বিসর্গ লোপ হইলেও পুনরায় সন্ধি হইয়াছে ॥ ২ ॥

শ্রীঅম্বরীষ উবাচ—

ত্বমগ্নির্ভগবান্ সূর্য্যস্ত্বং সোমো জ্যোতিষাং পতিঃ।
ত্বমাপস্ত্বং ক্ষিতির্ব্যোম বায়ুর্মাত্রেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে সুদর্শন !) ত্বম্ অগ্নিঃ ত্বং ভগবান্ সূর্য্যঃ (ত্বং) জ্যোতিষাং (নক্ষত্রাদীনাং) পতিঃ সোমঃ (চন্দ্রঃ) ত্বম্ আপঃ (জলং) ত্বং ক্ষিতিঃ (ভূমিঃ) ব্যোম (আকাশং) বায়ুঃ মাত্রেন্দ্রিয়াণি (মাত্রাণি পঞ্চ তন্মাত্রাণি ইন্দ্রিয়াণি চ ভবসি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—(হে সুদর্শন !) তুমি অগ্নি, তুমি ঐশ্বর্য্যশালী সূর্য্য, তুমি গ্রহ-নক্ষত্রাদির পতি চন্দ্র, তুমি জল, তুমি ক্ষিতি, আকাশ, বায়ু, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ) এবং ইন্দ্রিয়সমূহ ॥ ৩ ॥

সুদর্শন নমস্তুভ্যং সহস্রারাচ্যুতপ্রিয়।
সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়া ইড়স্পতে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সহস্রার ! (সহস্রম্ আরা যস্য তৎসম্বোধনং) (হে) অচ্যুতপ্রিয় ! (হে ভগবৎপ্রিয় !) (হে) ইড়স্পতে ! (হে) পৃথিবীপতে ! (হে) সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্ ! (হে) সুদর্শন ! তুভ্যং নমঃ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়াঃ (তস্য শরণং ভব) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে অচ্যুতপ্রিয় ! তুমি সহস্র আরা বিশিষ্ট, হে পৃথিবীপতে ! তুমি সর্ব্ব অস্ত্র নাশ করিয়া থাক, হে সুদর্শন ! এই বিপ্রের মঙ্গলবিধান কর ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে সহস্রার হে ইড়স্পতে পৃথ্বীপতে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে সহস্রার ! অর্থাৎ সহস্র আরাবিশিষ্ট। হে ইড়স্পতে !—হে পৃথিবী-পালক ! ॥ ৪ ॥

ত্বং ধর্ম্মস্ত্বমৃতং সত্যং ত্বং যজ্ঞোঽখিলযজ্ঞভুক্।
ত্বং লোকপালঃ সর্ব্বাত্মা ত্বং তেজঃ পৌরুষং পরম্ ॥৫

অন্বয়ঃ—ত্বং ধর্ম্মঃ ত্বম্ ঋতং (সুনৃতাবাণী) সত্যং (সমদর্শনঞ্চ) ত্বং যজ্ঞঃ অখিলযজ্ঞভুক্ (সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা চ) ত্বং লোকপালঃ (ত্বং) পৌরুষং পরং তেজঃ (পুরুষস্য ঈশ্বরস্য পরমং সামর্থ্যং অয়ন্তাবঃ "স ঐক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং ভগবতঃ শোভনং দর্শনং সুদর্শনং তত এব চ সর্ব্বংজাতম্ অতএব ত্বং) সর্ব্বাত্মা (চ ভবসি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তুমি ধর্ম্ম, তুমি সত্য, তুমি সুনৃতবাণী, তুমি যজ্ঞ, তুমি লোকপাল, তুমিই বৈষ্ণবতেজ অথবা পুরুষের পরম প্রভাব,—অর্থাৎ "স ঐক্ষত" (তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন) এই শ্রুতিবাক্যানুসারে ভগবানের যে সৌন্দর্য্যময় দৃষ্টি, তাহাই সুদর্শন—হে সুদর্শন ! তোমা হইতেই সমগ্র মায়িক বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে ; সুতরাং তুমিই সকলের আত্মা ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ঋতঞ্চ সুনৃতা বাণী সত্যঞ্চ সমদর্শনং। পৌরুষং বৈষ্ণবং তেজঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঋতং'—বলিতে সুনৃতা বাণী, 'সত্য'—সমদর্শন, 'পৌরুষ'—বলিতে বৈষ্ণব তেজ ॥ ৫ ॥

নমঃ সুনাভাখিলধর্ম্মসেতবে
হ্যধর্ম্মশীলাসুরধূমকেতবে।
ত্রৈলোক্যগোপায় বিশুদ্ধবর্চ্চসে
মনোজবায়াদ্ভুতকর্ম্মণে গৃণে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সুনাভ ! অখিলধর্ম্মসেতবে (অখিলানাং সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণাং সেতবে মর্য্যাদারূপায়) অধর্ম্মশীলাসুরধূমকেতবে (অধর্ম্মশীলানাম্ অসুরাণাং ধূমকেতবে দাহকায়) ত্রৈলোক্যগোপায় (ত্রিলোকরক্ষকায়) বিশুদ্ধবর্চ্চসে (বিশুদ্ধম্ অত্যুজ্জ্বলং বর্চ্চঃ তেজঃ যস্য তস্মৈ) মনোজবায় (মনোবৎ বেগবতে) অদ্ভুতকর্ম্মণে (বিচিত্র চরিতায় তুভ্যং) নমঃ গৃণেহি (এতাদৃশং ত্বাং কঃ স্তোতুং সমর্থঃ অতস্তুভ্যং কেবলং নমঃ শব্দ প্রয়োগং করোমীত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে সুনাভ ! তুমি নিখিল ধর্ম্মের সেতু, অধর্ম্মস্বভাববিশিষ্ট অসুরগণের পক্ষে তুমি ধূমকেতু, তুমি ত্রিলোকীর পালনকর্ত্তা, তুমি অতি উজ্জ্বল তেজোবিশিষ্ট এবং মনের ন্যায় বেগবান্, অদ্ভুতকর্ম্মা তোমাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তহি ভক্তিধর্ম্মসেতুপালায় তুভ্যং

দ্রুহ্যন্তমেতমধার্ম্মিকং বিপ্রমবশ্যমহং তাপয়ামীত্যত আহ। অধর্ম্মশীলা যে অসুরাস্তেষাং ধূমকেতবে ইতি ধর্ম্মশীলা অসুরা অধর্ম্মশীলা বিপ্রাশ্চ ব্যাবৃত্তাঃ। হে সুনাভ তুভ্যং নমো গৃণে স্তোতুং সামর্থ্যাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—ভক্তিধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষক তোমাকে দ্রোহকারী এই অধার্ম্মিক বিপ্রকে অবশ্যই আমি তাপদান (সন্তপ্ত) করিব, ইহাতে বলিতেছেন—অধর্ম্মশীল যে অসুরগণ, তাহাদের পক্ষে তুমি ধূমকেতু (দাহকরূপ), ইহার দ্বারা ধর্ম্মশীল অসুরগণ এবং অধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণগণ ব্যাবৃত্ত হইল। হে সুনাভ! (শোভনা নাভি যাহার, তৎসম্বোধনে)। 'নমো গৃণে'—তোমাকে স্তুতি করিবার সামর্থ্যের অভাবহেতু কেবলমাত্র প্রণাম করিতেছি, এই ভাব ॥ ৬ ॥

ত্বত্তেজসা ধর্ম্মময়েন সংহৃতং
তমঃ প্রকাশশ্চ দৃশো মহাত্মনাম্।
দুরত্যয়স্তে মহিমা গিরাংপতে
ত্বদ্রূপমেতৎ সদসৎ পরাবরম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) গিরাংপতে! (হে গীষ্পতে!) ধর্ম্মময়েন ত্বত্তেজসা (তব তেজসা) তমঃ (অন্ধকারঃ) সংহৃতং (নিরাকৃতং) মহাত্মনাং (সূর্য্যাদীনাং) দৃশঃ (দৃষ্টেঃ) প্রকাশঃ চ (জাতঃ) তে (তব) মহিমা (প্রভাবঃ) দুরত্যয়ঃ (অলঙ্ঘনীয়ঃ) সৎ অসৎ পরাবরং (সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ যাবৎ তত্ত্বং) এতৎ (সর্ব্বং) ত্বদ্রূপং (ত্বয়ৈব রূপ্যতে প্রকাশ্যতে ইতি ত্বদ্রূপং তৎপ্রকাশ্যং ভবতি) ॥

অনুবাদ—হে বাচস্পতে! তোমার ধর্ম্মময় তেজে অন্ধকার দূরীভূত এবং মহাজনগণের দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, তোমার প্রভাব দুর্ল্লঙ্ঘ্য, স্থূল, সূক্ষ্ম, উচ্চ, নীচ—এই সকলই তোমার রূপ অর্থাৎ তোমার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তেজস্বিমানিনোঽস্য বিপ্রস্য চিকিৎসা অবশ্য কর্ত্তব্যেত্যত আহ। ত্বত্তেজসা ত্বত্তেজো বিভূতিরূপেণ সূর্য্যাদিনা দৃশঃ সর্ব্বচক্ষুষস্তথা মহাত্মনাং দৃশো জ্ঞানস্য চ প্রকাশস্ত্বত্তেজসৈব ভবতি। তদ্রূপমেতত্তবৈব পরমেশ্বরত্বান্নহীশ্বরঃ স্বতেজোঽন্যস্মিন্ তেজস্বিনি দর্শয়েদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তেজস্বিমানী এই বিপ্রের চিকিৎসা (সমুচিত শিক্ষাদান) অবশ্যই কর্ত্তব্য, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'ত্বত্তেজসা'—তোমার ধর্ম্মময় তেজঃ বলিতে বিভূতিরূপ সূর্য্যাদির দ্বারা জগতের তমঃ (অন্ধকার বা অজ্ঞান) বিদূরীত এবং মহাত্মাদিগের জ্ঞানদৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে। 'তদ্রূপম্ এতৎ'—এই সৎ, অসৎ, পর ও অবর সর্ব্ববস্তু তোমারই স্বরূপ, অর্থাৎ পরমেশ্বর তোমার দ্বারা এ সমস্ত প্রকাশিত। ঈশ্বর (সমর্থবান্ ব্যক্তি) কখন নিজ তেজ অন্য তেজস্বী জনে প্রকাশ করেন না—এই ভাব ॥ ৭ ॥

যদা বিসৃষ্টস্ত্বমনঞ্জনেন বৈ
বলং প্রবিষ্টোঽজিত দৈত্যদানবম্।
বাহূদরোর্ব্বঙ্ঘ্রিশিরোধরাণি
বৃশ্চন্নজস্রং প্রধনে বিরাজসে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অজিত! যদা (যস্মিন্ কালে) ত্বম্ অনঞ্জনেন (শ্রীহরিণা) বিসৃষ্টঃ (প্রেরিতঃ) তদা বৈ (তদৈব) দৈত্যদানবৎ বলং (সৈন্যং) প্রবিষ্টঃ (ভূত্বা তেষাং) বাহূদরোর্ব্বঙ্ঘ্রিশিরোধরাণি (বাহূন্ উদরাণি উরূঃ অঙ্ঘ্রীন্ পাদান্ শিরোধরাণি গ্রীবাশ্চ) অজস্রং (নিরন্তরং) বৃশ্চন্ (ভিন্দন্) প্রধনে (যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজসে শোভসে) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে অজিত! যখন তুমি ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হও তখন দৈত্যদানবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের বাহু, উদর, উরু, পদ এবং মস্তকসমূহ নিরন্তর ছিন্ন করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ করিতে থাক ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তদপ্যনেন সহ বিহর্ত্তুকামোঽস্মীতি চেন্মৈবং তবাসুরসংগ্রাম এব বিহাররঙ্গভূমিরিত্যাহ। যদেতি অনঞ্জনেন শ্রীহরিণা হে অজিত, প্রবিষ্টোজ্জিতদৈত্যদানবমিতি পাঠে উজ্জিতা দৈত্যদানবা যত্র তদ্বলং সঙ্গিরার্ষঃ। বৃশ্চন্ ছিন্দন্ প্রধনে সংগ্রামে ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তথাপি ইহার

সহিত বিহার (ক্রীড়া) করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহার উত্তরে—কখনই না, অসুরগণের সহিত সংগ্রামই তোমার বিহার-রঙ্গভূমি, ইহা বলিতেছেন—'যদা' ইত্যাদি, অর্থাৎ হে অজিত ! অনঞ্জন ভগবান্ শ্রীহরি যখন তোমাকে নিক্ষেপ করেন, তখন তুমি দৈত্য ও দানবগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বাহু প্রভৃতি ছেদন করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজ কর। 'প্রবিষ্টোজ্জিত-দৈত্যদানবং'—এই পাঠে উজ্জিত অর্থাৎ উদ্ধত দৈত্য ও দানবগণ যেখানে, তাহাদের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, এখানে সন্ধি আর্ষপ্রয়োগ। 'বৃশ্চন্'—ছেদন করিতে করিতে। 'প্রধনে'—যুদ্ধক্ষেত্রে ॥ ৮ ॥

স ত্বং জগত্রাণ খলপ্রহাণয়ে
নিরূপিতঃ সর্ব্বসহো গদাভৃতা।
বিপ্রস্য চাস্মৎকুলদৈবহেতবে
বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহো হি নঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) জগত্রাণ ! (হে জগদ্রক্ষক !) সঃ (এবম্ভূতঃ) সর্ব্বসহঃ (সর্ব্ববলস্বরূপঃ) ত্বং গদাভৃতা (শ্রীহরিণা) খলপ্রহাণয়ে (খলানামেব প্রহাণার্থং) নিরূপিতঃ (নিয়োজিতঃ অতঃ) অস্মৎকুলদৈবহেতবে (অস্মাকংকুলস্য ভাগ্যলাভায়) চ বিপ্রস্য (দুর্ব্বাসসঃ) ভদ্রং (মঙ্গলং) বিধেহি (কুরু) তৎ হি (তদেব) নঃ (অস্মান্ প্রতি) অনুগ্রহঃ (তব প্রসাদো ভবেৎ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে জগদ্রক্ষক ! এই প্রকার সর্ব্ববলস্বরূপ তুমি গদাধারী শ্রীহরিকর্ত্তৃক দুষ্ট-বিনাশার্থ নিযুক্ত, আমাদিগের কুলের সৌভাগ্যনিমিত্ত এই বিপ্রের মঙ্গলবিধান কর, তাহা হইলেই আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বহং ত্বদ্বিদ্বেষিসংহারায় ভগবতা নিযুক্তস্তত্র ন কেবলমেবমেবেত্যাহ। হে জগৎত্রাণ খলানাং প্রহাণয়ে সংহারায়, সর্ব্বসহঃ সর্ব্ববলস্বরূপঃ। যদ্বা বাৎসল্যাৎ সর্ব্বমপ্যপরাধমস্মাকং সহসে ইতি সর্ব্বসহঃ। অস্য বিপ্রস্যাপরাধঃ ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ। ন চাস্য মদ্বিদ্বেষিত্বমিত্যাহ। অস্মৎ কুলস্য দৈবহেতবে ভাগ্যলাভায় বিপ্রস্য ভদ্রং বিধেহি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমার বিদ্বেষিগণের সংহারের নিমিত্ত ভগবান্ কর্ত্তৃক আমি নিযুক্ত হইয়াছি। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—কেবল এইরূপই নহে, 'হে জগত্রাণ'—জগতের রক্ষক ! গদাধারী শ্রীহরি তোমাকে দুষ্টগণের প্রহারের জন্যই নিযুক্ত করিয়াছেন। 'সর্ব্বসহঃ'—তুমি সর্ব্ববলস্বরূপ, অথবা—বাৎসল্যবশতঃ আমাদের সকল অপরাধই তুমি সহ্য করিয়া থাক, এই বিপ্রের অপরাধ ক্ষমা কর—এই ভাব। এই বিপ্রের আমার প্রতি কোন বিদ্বেষ-ভাব নাই, ইহা বলিতেছেন—আমাদের বংশের সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান কর। (ইহাতেই আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে।) ॥ ৯ ॥

যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্ম্মো বা স্বনুষ্ঠিতঃ।
কুলং নো বিপ্রদৈবঞ্চেৎ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(সর্ব্বসুকৃতার্পণেন বিপ্ররক্ষাং প্রার্থয়তি) যদি (অস্মাকং) দত্তং (সৎপাত্রে দানম্) ইষ্টং (দেবতাযাগঃ) বা অস্তি বা (অথবা যদি অস্মাভিঃ) স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ (সম্যক্ অনুষ্ঠিতঃ ভবতি) চেৎ (যদি) নঃ (অস্মাকং) কুলং (বংশঃ) বিপ্রদৈবং (বিপ্রো দৈবং দেবতা যস্মিন্ তৎ তাদৃশং ভবেৎ তদা এষঃ) দ্বিজঃ (দুর্ব্বাসাঃ) বিজ্বরঃ (সন্তাপমুক্তঃ) ভবতু ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যদি আমাদের সৎপাত্রে দান অথবা যজ্ঞের জন্য সুকৃতি থাকে, আমরা যদি স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, বিপ্র যদি আমাদের কুলদেবতা হন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হউন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি বিপ্রমত্যজচ্চক্রমালক্ষ্য শপথং কুর্ব্বন্নাহ যদ্যস্তীতি বিপ্রদেবতাকম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি চক্র বিপ্রকে ত্যাগ করিতেছে না দেখিয়া শপথপূর্ব্বক বলিতেছেন—'যদ্যস্তি' ইত্যাদি। 'বিপ্রদৈবং'—বিপ্র যদি আমাদের কুলদেবতা হন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপমুক্ত হউন ॥ ১০ ॥

যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) ভগবান্ নঃ (অস্মাকং) সর্ব্বভূতাত্মভাবেন (সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মন ইব যো ভাবঃ তেন) যদি প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ বর্ত্ততে তদা) দ্বিজঃ বিজ্বরঃ (সন্তাপমুক্তঃ) ভবতু ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বগুণের আধারস্বরূপ অদ্বিতীয় ভগবান্ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ বলিয়া যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপমুক্ত হউন্ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তং শপথমমানয়চ্চক্রমালোক্যাসাধারণং শপথমাহ যদীতি সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মন ইব যো ভাবস্তেন যদি প্রীতঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই শপথকে চক্র না মানায়, পুনরায় অসাধারণ শপথপূর্ব্বক বলিতেছেন—যদি ইত্যাদি। সকল ভূতগণের প্রতি আমাদের আত্মবৎ জ্ঞান থাকায়, ভগবান্ যদি আমাদের প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপমুক্ত হউন ॥১১

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি সংস্তবতো রাজ্ঞো বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্।
অশাম্যৎ সর্ব্বতো বিপ্রং প্রদহদ্রাজযাচ্ঞয়া ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। ইতি (এবং ক্রমেণ) সংস্তবতঃ (সম্যক্স্তুতিং কুর্ব্বতঃ) রাজ্ঞঃ (তস্মিন্ সংস্তবতি সতীত্যর্থঃ) সর্ব্বতঃ (সমন্তাৎ) বিপ্রং প্রদহৎ (দুর্ব্বাসসং সন্তাপয়ৎ) বিষ্ণুচক্রং (তৎ) সুদর্শনং রাজযাচ্ঞয়া (রাজ্ঞঃ তস্যৈব যাচ্ঞয়া প্রার্থনয়া) অশাম্যৎ (শান্তঃ অভবৎ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজা এই প্রকারে স্তুতি করিলে তাঁহার প্রার্থনায় বিপ্রদুর্ব্বাসার দহনকারী বিষ্ণুচক্র সুদর্শন শান্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রং সর্ব্বতঃ প্রদহদপ্যশাম্যৎ ॥ ১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপ্রং সর্ব্বতঃ প্রদহৎ'—বিপ্র দুর্ব্বাসার প্রতি সর্ব্বতোভাবে দহনকারী (সন্তাপজনক) বিষ্ণুচক্র সেই সুদর্শন রাজার প্রার্থনানুসারে শান্ত হইলেন ॥ ১২ ॥

স মুক্তোঽস্ত্রাগ্নিতাপেন দুর্ব্বাসাঃ স্বস্তিমাংস্ততঃ।
প্রশশংস তমুর্ব্বীশং যুঞ্জানঃ পরমাশিষঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরম্) অস্ত্রাগ্নিতাপেন মুক্তঃ স্বস্তিমান্ (লব্ধশান্তিঃ) সঃ দুর্ব্বাসাঃ পরমাশিষঃ (উত্তমান্ আশীর্ব্বাদান্) যুঞ্জান্ (কুর্ব্বন্ সন্) উর্ব্বীশং (ক্ষিতীশ্বরং) তম্ (অম্বরীষং) প্রশশংস (প্রশংসিতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তাহার পর দুর্ব্বাসা অস্ত্রাগ্নির তাপ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে মহারাজ অম্বরীষের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ—

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ব্বাসাঃ উবাচ (হে) রাজন্! অহো! অদ্য অনন্তদাসানাং (ভগবৎসেবকানাং) মহত্ত্বং দৃষ্টং যৎ (যস্মাৎ) কৃতাগসঃ (কৃতাপরাধস্য) অপি মে (মম) মঙ্গলানি সমীহসে (প্রার্থয়সি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা বলিলেন,—হে রাজন্! অদ্য ভগবদ্ভক্তগণের মাহাত্ম্য দর্শন করিলাম। আমি অপরাধ করিয়াছি, তথাপি আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতাগসোঽপি ত্বদমঙ্গলমীহমানস্যাপীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতাগসোঽপি'—তোমার অমঙ্গল আচরণ করিলেও (তুমি যে আমার মঙ্গলের চেষ্টা করিতেছ, ইহাতেই অদ্য আমি ভগবদ্ভক্তগণের বিচিত্র মহত্ত্ব দর্শন করিলাম।) ॥ ১৪ ॥

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—যৈঃ সাত্বতাম্ ঋষভঃ (যাদবশ্রেষ্ঠঃ) ভগবান্ হরিঃ সংগৃহীতঃ (ভক্ত্যা লব্ধঃ, তেষাং) মহাত্মনাং সাধূনাং (ভগবদ্ভক্তানাং) কঃ নু দুষ্করঃ

(কিংকার্য্যমসাধ্যং) দুস্ত্যজঃ বা (কোনাম বিষয়ো দুস্ত্যজো ভবেৎ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা সাত্বতপতি ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন সেই সকল সাধু মহাত্মাদিগের অসাধ্য বা দুস্ত্যজ্য বিষয় কি আছে ? ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—দুষ্করোঽনুগ্রহঃ দুস্ত্যজোঽপরাধঃ। সংগৃহীত ইতি যথান্যৈর্ধনানি সংগৃহ্যন্তে তথেত্যর্থঃ। হরিঃ সংগৃহীতোঽপি তদীয়ঞ্চেতশ্চোরয়তীত্যর্থঃ ॥১৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুষ্করঃ'—মহাত্মাদিগের পক্ষে দুষ্কর বা দুস্ত্যজ কিছুই নাই, দুষ্কর—অনুগ্রহ, দুস্ত্যজ—অপরাধ, অর্থাৎ তাঁহারা অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন। 'সংগৃহীতঃ'—যেরূপ অপর ব্যক্তি ধন সংগ্রহ করে, তদ্রূপ ভক্ত কর্ত্তৃক হরি সংগৃহীত হইলেও, ভক্তের চিত্তকে হরণ করেন বলিয়া তিনি 'হরি'—এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—পুমান্ (জনঃ) যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ (যস্য নামশ্রবণমাত্রেণৈব) নির্ম্মলঃ (সর্ব্বপাপবিমুক্তঃ) ভবতি তীর্থপদঃ (তীর্থানি পদয়োঃ যস্য তস্য) তস্য (শ্রীহরেঃ) দাসানাং (সেবকানাং) কিং (বস্তু) বা অবশিষ্যতে) অলব্ধতয়া বর্ত্ততে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যাঁহার নামশ্রবণমাত্রেই জীব নির্ম্মল হয়, সেই তীর্থপাদ ভগবানের ভক্তদিগের অলব্ধই বা কি আছে ? ১৬ ॥

রাজন্যনুগৃহীতোঽহং ত্বয়াতিকরুণাত্মনা।
মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাণা যন্মেঽভিরক্ষিতাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! মদঘং (মম অপরাধং) পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা (পরিহায়) যৎ (যস্মাৎ) মে (মম) প্রাণাঃ অভিরক্ষিতাঃ (ততঃ) অতি করুণাত্মনা (অতি দয়ালুনা) ত্বয়া অহম্ অনুগৃহীতঃ (অস্মি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! আপনি আমার অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, অতএব অতীব কৃপালু আপনার দ্বারা আমি অনুগৃহীত হইলাম ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

রাজা তমকৃতাহারঃ প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া।
চরণাবুপসংগৃহ্য প্রসাদ্য সমভোজয়ৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া (ঋষেঃ পুনরাগমনপ্রতীক্ষয়া) অকৃতহারঃ (অকৃতভোজনঃ) রাজা (অম্বরীষঃ) চরণৌ উপসংগৃহ্য (গৃহীত্বা) প্রসাদ্য (প্রসন্নীকৃত্য) তং (দুর্ব্বাসসম্) সমভোজয়ৎ (ভোজনং কারয়ামাস) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় রাজা অম্বরীষ ভোজন করেন নাই, সুতরাং তিনি দুর্ব্বাসার চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন ॥ ১৮ ॥

সোঽশিত্বাদৃতমানীতমাতিথ্যং সার্ব্বকামিকম্।
তৃপ্তাত্মা নৃপতিং প্রাহ ভুজ্যতামিতি সাদরম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (দুর্ব্বাসাঃ) আদৃতং (সাদরম্) আনীতম্ (উপস্থাপিতং) সার্ব্বকামিকং (সর্ব্বকামযুক্তম্) আতিথ্যং (তৎ অন্নাদিকম্) অশিত্বা (ভক্ষয়িত্বা) তৃপ্তাত্মা (তুষ্টচিত্তঃ সন্) সাদরং (আদরেণ) ভুজ্যতাং (ত্বং ভোজনং কুরু) ইতি নৃপতিং (রাজানং) প্রাহ (উক্তবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—রাজা দুর্ব্বাসাকে সাদরে আনয়ন করিলেন, দুর্ব্বাসা সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য উপকরণসমন্বিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজনপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া আদরের সহিত রাজাকে বলিলেন—"তুমিও ভোজন কর" ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—স দুর্ব্বাসা আদৃতং যথা স্যাত্তথা আনীতমাতিথ্যার্থমন্নাদিকম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ'—সেই দুর্ব্বাসা, 'আদৃতং আনীতং আতিথ্যং'—সাদরে আনীত ও অতিথির যোগ্য অন্নাদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন এবং অম্বরীষ মহারাজকে সাদরে বলিলেন—'এখন তুমিও ভোজন কর' ॥ ১৯ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ—

প্রীতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি তব ভাগবতস্য বৈ।
দর্শনস্পর্শনালাপৈরাতিথ্যেনাত্মমেধসা ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ভাগবতস্য তব দর্শনস্পর্শনালাপৈঃ আত্মমেধসা (আত্মনঃ মেধসা বুদ্ধ্যা যেন তেন) আতিথ্যেন বৈ (চ অহং) প্রীতঃ অস্মি অনুগৃহীতঃ অস্মি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—পরম ভাগবত তোমাতে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধির সহিত আতিথ্য গ্রহণ, পরে মহাভাগবত তোমার দর্শন, স্পর্শন ও আলাপের দ্বারা আমি অনুগৃহীত ও প্রীত হইয়াছি ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তব দর্শনাদিভিঃ কর্ত্তৃভিরনুগৃহীতঃ অতএব প্রীতঃ। অস্মীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ পূর্ব্বন্তু-দর্শনাদিভির্নৈবানুগৃহীতোঽহমপ্রীত এবাভুবং যতস্ত্বাং নিরাগসমপি জ্বলয়িতুং মহাক্রোধান্ধঃ কৃত্যামসৃজম্। তেন ভক্তকর্ম্মকাণ্যেব তদ্বিষয়কভক্ত্যুত্থান্যেব দর্শনাদীনি যদি স্যুস্তদৈব তানি তপস্বিজ্ঞানিবিপ্রাননুগৃহ্ণন্তি নান্যথেত্যত্রাহমেব দৃষ্টান্ত ইতি সিদ্ধান্তো ধ্বনিতঃ। তথা আত্মমেধসা আত্মনো মম মেধসা ঈদৃশ্যা বুদ্ধ্যা যদম্বরীষবচনগ্রহণ-প্রতিপাদিনীয়ং মে বুদ্ধির্নাভবিষ্যৎ তদা কথমতরিষ্যং তেন চক্রদত্ত-মহাতাপোঽপি মম পরমোপকারকঃ সংসার-তারকভক্তিমার্গজ্ঞাপকোঽভূদিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবদ্ভক্ত তোমার দর্শনাদির দ্বারা আমি অনুগৃহীত (অর্থাৎ তোমার দর্শনাদি আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছে), অতএব আমি প্রীত (সন্তুষ্ট) হইয়াছি। 'অস্মি'—এই বর্ত্তমান কালের নির্দ্দেশহেতু পূর্ব্বে দর্শনাদির দ্বারা অনুগৃহীত হই নাই, এইজন্য আমি অসন্তুষ্টই ছিলাম, যেহেতু নিরপরাধ তোমাকেও দগ্ধ করিবার নিমিত্ত মহা ক্রোধান্ধ হইয়া কৃত্যা সৃষ্টি করিয়াছিলাম। সুতরাং ভক্তের প্রতি ভক্তবিষয়ক ভক্তিজনিত দর্শনাদি যদি হয় (অর্থাৎ ভক্তজনে ভক্তিভরে যদি দর্শনাদি করা হয়), তখনই তাহা তপস্বী, ব্রাহ্মণগণকে অনুগৃহীত করে, অন্যথা নহে, এই বিষয়ে আমিই (দুর্ব্বাসাই) দৃষ্টান্ত—এইরূপ সিদ্ধান্ত ধ্বনিত হইল। সেইরূপ 'আত্মমেধসা'—আমার এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা, অর্থাৎ যদি অম্বরীষের আতিথ্যগ্রহণরূপ বুদ্ধি আমার না হইত, তবে আমি কিপ্রকারে উত্তীর্ণ হইতাম, অতএব চক্রপ্রদত্ত তাপও আমার পরম উপকারক, সংসারতারক ও ভক্তিমার্গের জ্ঞাপক হইয়াছে—এই ভাব ॥ ২০ ॥

কর্ম্মাবদাতমেতৎ তে গায়ন্তি স্বঃস্ত্রিয়ো মুহুঃ।
কীর্ত্তিং পরমপুণ্যাঞ্চ কীর্ত্তয়িষ্যতি ভূরিয়ম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—স্বঃস্ত্রিয়ঃ (সুরাঙ্গণাঃ) তে (তব) এতৎ অবদাতং (বিমলং) কর্ম্ম (আচরিতং) মুহুঃ (নিরন্তরং) গায়ন্তি (কীর্ত্তয়িষ্যন্তি) ইয়ং ভূঃ চ (পৃথিবী অপি) পরম পুণ্যাং কীর্ত্তিং কীর্ত্তয়িষ্যতি ॥২১

অনুবাদ—দেবাঙ্গনাগণ তোমার এই বিমলকীর্ত্তি অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিবে। এই পৃথিবীও তোমার পরম পবিত্র চরিত্র গান করিতে থাকিবে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অবদাতং শুদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবদাতং'—শুদ্ধ, অর্থাৎ স্বর্গরমণীগণ নিরন্তর তোমার এই বিশুদ্ধ কর্ম্মের গান করিবেন ॥ ২১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং সংকীর্ত্ত্য রাজানং দুর্ব্বাসাঃ পরিতোষিতঃ।
যযৌ বিহায়সামন্ত্র্য ব্রহ্মলোকমহৈতুকম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। পরিতোষিতঃ দুর্ব্বাসাঃ এবং সঙ্কীর্ত্ত্য (কীর্ত্তয়িত্বা) রাজানম্ আমন্ত্র্য (সম্ভাষ্য) বিহায়সা (আকাশমার্গেণ) অহৈতুকং (ন বিদ্যন্তে হৈতুকাঃ শুষ্কতর্কনিষ্ঠবেদবহির্ম্মুখা যত্র তং) ব্রহ্মলোকং যযৌ (গতবান্) ॥ ২২ ॥

অনবাদ—দুর্ব্বাসা পরম পরিতুষ্ট হইয়া এই প্রকারে রাজার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, পরে রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সেই ব্রহ্মলোকে বেদবহির্ম্মুখ তার্কিকগণের অবস্থিতি নাই ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মলোকমিতি তত্রত্য-ব্রহ্মানুভবিনঃ স্ববন্ধূন্ প্রতি স্বীয়-স্বাস্থ্যং হরের্ভক্তবশ্যতাং ভক্তানাং ভক্তেশ্চ মহাপ্রভাবং বক্তুমিতি ভাবঃ। ন বিদ্যন্তে হৈতুকাঃ শুষ্কতর্কনিষ্ঠা যত্র তম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মলোকং—তত্রত্য ব্রহ্মানুভবী স্ববন্ধুজনের প্রতি নিজ সুস্থিরতা, শ্রীহরির ভক্তবশ্যতা, ভক্তগণের ও ভক্তির মহাপ্রভাব বলিবার জন্য দুর্ব্বাসা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অহেতুকং'—যেখানে হৈতুক শুষ্ক তর্কনিষ্ঠা নাই, সেই শুষ্কতর্কাদিশূন্য ব্রহ্মলোক ॥ ২২ ॥

সংবৎসরোঽত্যগাত্তাবদ্‌যাবতা নাগতো গতঃ।
মুনিস্তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষো রাজাবভক্ষো বভূব হ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—গতঃ মুনিঃ যাবতা (যাবৎকালং) ন আগতঃ তাবৎ (তদবসরে) সম্বৎসরঃ অত্যগাৎ (অতীতঃ বভূব) তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষঃ (তদীয় দর্শনাভিলাষী) রাজা (অম্বরীষঃ অপি) অবভক্ষণঃ বভূব হ (জলমাত্রং ভুক্ত্বা তাবৎকালং স্থিতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বাসা গমন করিয়া যাবৎ প্রত্যাগমন করেন নাই তাবৎ পর্য্যন্ত সম্বৎসরকাল অতীত হইয়াছিল। রাজাও তাঁহার দর্শনবাসনায় তাবৎকাল জলমাত্র পান করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—গতো মুনির্যাবতা কালেন নাগতঃ তাবৎ সম্বৎসরঃ অত্যগাৎ নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গতঃ'—দুর্ব্বাসা সুদর্শন চক্রের সন্তাপে পলায়ন করিয়া যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসেন নাই, সেই অবসর মধ্যে এক বৎসর কাল অতীত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

গতেঽথ দুর্ব্বাসসি সোঽম্বরীষো
দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রমাহরৎ।
ঋষেবিমোক্ষং ব্যসনঞ্চ বীক্ষ্য
মেনে স্ববীর্য্যঞ্চ পরমানুভাবম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (সম্বৎসরান্তে) দুর্ব্বাসসি গতে (আগতে সতি) সঃ অম্বরীষঃ দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রং (দ্বিজস্য উপযোগেন ভোজনেন অতিপবিত্রম্) আহরৎ (ভুক্তবান্) ঋষেঃ ব্যসনং (বিপত্তিং) মোক্ষং (তস্মাৎ মোচনং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) স্ববীর্য্যং চ (স্বকীয়ধৈর্য্যাদিলক্ষণং প্রভাবঞ্চ) পরানুভাবং (পরস্য শ্রীভগবতঃ এব অনুভাবং প্রভাবং) মেনে (নির্ণীতবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সম্বৎসরান্তে দুর্ব্বাসা আগমন করিলে রাজা অম্বরীষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের দ্বারা অতীব পবিত্র অন্নাদি ভোজন করিলেন এবং দুর্ব্বাসার বিপদ হইতে মুক্তি ও স্বীয় সহিষ্ণুতাদির প্রভাব লক্ষ্য করিয়া ইহা ভগবানেরই কার্য্য—এইরূপ মনে করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিজস্য উপযোগেন অতিপবিত্রং আহরৎ আহারং কৃতবান্। স্ববীর্য্যঞ্চ ধৈর্য্যাদিলক্ষণং পরস্য ভগবত এবানুভাবং প্রভাবং, নতু স্বস্য ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রং'—ব্রাহ্মণের আহারহেতু অতিপবিত্র উচ্ছিষ্ট অন্ন মহারাজ অম্বরীষ ভোজন করিলেন। 'স্ববীর্য্যঞ্চ'—নিজের তৎকালীন ধৈর্য্যাদি, পরমপুরুষ ভগবানেরই প্রভাব বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু উহা নিজের নহে ॥ ২৪ ॥

এবং বিধানেকগুণঃ স রাজা
পরাত্মনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে।
ক্রিয়াকলাপৈঃ সমুবাহ ভক্তিং
যয়াবিরিঞ্চ্যাম্নিরয়াংশ্চকার ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—এবং বিধানেকগুণঃ (ঈদৃশ বিবিধগুণসম্পন্নঃ) সঃ রাজা (অম্বরীষঃ) ক্রিয়াকলাপৈঃ (ক্রিয়াসমূহৈঃ) পরাত্মনি (পরমাত্মনি) ব্রহ্মণি বাসুদেবে (শ্রীহরৌ) ভক্তিং সমুবাহ (ধৃতবান্) যয়া (ভক্ত্যা) আবিরিঞ্চ্যান্ (বিরিঞ্চ্যপদসহিতান্ ভোগান্) নিরয়ান্ চকার (নরকপ্রায়ান্ অপশ্যৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার বিবিধ গুণসম্পন্ন রাজা অম্বরীষ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে ভক্তিযোগ বিধান করিতেন। ঐ ভক্তিপ্রভাবে তিনি ব্রহ্মপদবীকে পর্য্যন্ত নরকতুল্য জ্ঞান করিতেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—পরাত্মনীতি পরমাত্মা ব্রহ্ম ভগবানিত্যেকতত্ত্বো যো বাসুদেবস্তস্মিন্। ক্রিয়াকলাপৈর্মন্দির-মার্জ্জনাদ্যৈর্যয়া ভক্ত্যা আবিরিঞ্চ্যাৎ ভোগান্ নরকতুল্যান্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরাত্মনি'—পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান্, এই এক তত্ত্বরূপ যে বাসুদেব, তাহাতে মন্দির মার্জ্জনাদি বিবিধ ক্রিয়াকলাপদ্বারা ভক্তিভাব ধারণ করিয়াছিলেন। 'যয়া'—যে ভক্তিপ্রভাবে তিনি ব্রহ্মপদ হইতে আরম্ভ করিয়া জাগতিক সকল ভোগকেই নরকতুল্য জ্ঞান করিতেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
অথাম্বরীষস্তনয়েষু রাজ্যং
সমানশীলেষু বিসৃজ্য ধীরঃ।
বনং বিবেশাত্মনি বাসুদেবে
মনো দধদ্ধ্বস্তগুণ প্রবাহঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। অথ (অনন্তরং) আত্মনি (পরমাত্মনি) বাসুদেবে (শ্রীহরৌ) মনঃ দধৎ (ধারয়ৎ অতএব) ধ্বস্তগুণপ্রবাহঃ (ধ্বস্তঃ বিনষ্টঃ গুণপ্রবাহঃ যস্য সঃ) ধীরঃ (বিবেকী) অম্বরীষঃ সমানশীলেষু (আত্মতুল্যস্বভাবেষু) তনয়েষু (পুত্রেষু) রাজ্যং বিসৃজ্য (নিক্ষিপ্য) বনং বিবেশ (মানসসেবায়াং মনশ্চকার) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর পরমাত্মা বাসুদেবে মন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় মহারাজ অম্বরীষের মায়িকগুণপ্রবাহ অর্থাৎ ভোগবাসনা বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি নিজতুল্য পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া বনে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ মানসসেবায় চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মনো দধৎ মনোধাতুং বনং বিবেশ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনো দধৎ'—বাসুদেবে চিত্ত সমর্পণের নিমিত্ত বনে গমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানমম্বরীষস্য ভূপতেঃ।
সঙ্কীর্ত্তয়ন্ননুধ্যায়ন্ ভক্তো ভগবতো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভূপতেঃ অম্বরীষস্য ইতি এতৎ পুণ্যম্ আখ্যানং (বৃত্তান্তং) সঙ্কীর্ত্তয়ন্ অনুধ্যায়ন্ (নিরন্তরং চিন্তয়ন্ চ জনঃ) ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) ভক্তঃ ভবেৎ। (শ্রীহরৌ ভক্তিং লভেত ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—মহারাজ অম্বরীষের এই পবিত্র আখ্যান যিনি সংকীর্ত্তন অথবা অনুক্ষণ চিন্তা করিবেন তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োরিত্যুক্তের্গার্হস্থ্যেঽপি সম্পূর্ণং মনো ভগবত্যাসীদেব, সত্যং ভক্তাবনুরাগিণঃ খলু মহাধনগৃধ্নোর্বণিজ ইব স্বভাবো ভবেৎ। কোটীশ্বরোঽপি বণিগাত্মানমল্পধনং মন্যমানো ধনমুপার্জ্জয়িতুং যথা সমুদ্রান্তমপি গচ্ছতি তথৈব ভক্তোঽপি ভক্তিমুপার্জ্জয়িতুমিতি ॥ ২৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং।
নবমে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, পূর্ব্বে "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" (৯।৪।১৮), অর্থাৎ নিজ চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে নিযুক্ত (স্থির) করিয়াছিলেন, ইহা বলায় গার্হস্থ্য আশ্রমেও মহারাজ অম্বরীষের সম্পূর্ণ মন শ্রীভগবানেই ছিল। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, কিন্তু ভক্তিতে অনুরাগী জনের মহাধন-লুব্ধ বণিকের ন্যায় স্বভাব হইয়া থাকে। কোটীশ্বর বণিক্‌ও নিজকে অল্পধন-বিশিষ্ট মনে করিয়া ধন উপার্জ্জনের নিমিত্ত যেরূপ সমুদ্রের পরপারেও গমন করে, তদ্রূপ ভক্তও ভক্তি অর্জ্জনের জন্য সতত যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার নবম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৯।৫ ॥

অম্বরীষস্য চরিতং যে শৃণ্বন্তি মহাত্মনঃ।
মুক্তিং প্রয়ান্তি তে সর্ব্বে ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যে (জনাঃ) মহাত্মনঃ অম্বরীষস্য চরিতং ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি, তে সর্ব্বে বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ (অনুগ্রহাৎ) মুক্তিং প্রযান্তি (লভন্তে)॥ ২৮॥

অনুবাদ—যাঁহারা মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র ভক্তিসহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করেন অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবস্থিত হন॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধের পঞ্চমাধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বিরূপঃ কেতুমান্ শম্ভুরম্বরীষসুতাস্ত্রয়ঃ।
বিরূপাৎ পৃষদশ্বোঽভূৎ তৎপুত্রস্তু রথীতরঃ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অম্বরীষবংশ-বর্ণনান্তে শশাদ হইতে মান্ধাতা পর্য্যন্ত বংশপরিচয় এবং প্রসঙ্গক্রমে মান্ধাতৃতনয়াপতি সৌভরি ঋষির আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

অম্বরীষের বিরূপ, কেতুমান্ ও শম্ভুনামক পুত্রত্রয়ের মধ্যে বিরূপতনয় পৃষদশ্ব, তৎসন্তান রথীতর। রথীতর নিঃসন্তান হওয়ায় তৎপ্রার্থিত মহর্ষি অঙ্গিরা তদীয় ভার্য্যার গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। রথীতরক্ষেত্রে উৎপন্ন সন্তানগণ রথীতর ও অঙ্গিরা উভয় গোত্রেই অন্বিত হইত। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর শতপুত্রমধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডকা—এই তিনজন জ্যেষ্ঠ। ইক্ষ্বাকুপুত্রগণ বিভিন্ন বিভাগের রাজা হইয়াছিলেন। বিকুক্ষি বিধিলঙ্ঘনজনিত অপরাধে পিতা ইক্ষ্বাকুকর্ত্তৃক দেশান্তরিত হন। ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠের আনুগত্যে যোগবলে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক পরতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। পিতা পরলোকগত হইলে বিকুক্ষি পিতৃরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া প্রজাপালন এবং যজ্ঞদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিতে থাকেন। ইনিই পরে শশাদ নামে বিখ্যাত হন। শশাদের পুত্র দেবগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া দেবাসুর-সংগ্রামে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মদ্বারা পুরঞ্জয়, ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ এই তিন নামে বিখ্যাত হন। পুরঞ্জয়পুত্র অনেনা, অনেনার পুত্র পৃথু, পৃথু হইতে বিশ্বগন্ধি, বিশ্বগন্ধির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রপুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত, শ্রাবস্তীপুরীনির্ম্মাতা। শ্রাবস্তপুত্র বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে কুবলয়াশ্ব; ইনি ধুন্ধুনামক অসুর বধ করিয়া 'ধুন্ধুমার' নামে বিখ্যাত। ধুন্ধুমারের পুত্রগণের মধ্যে দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব ভিন্ন সকলেই ধুন্ধুর মুখাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে নিকুম্ভ, নিকুম্ভপুত্র বহুলাশ্ব এবং কৃশাশ্ব, কৃশাশ্ব তনয় সেনজিৎ। সেনজিৎপুত্র যুবনাশ্ব; ইঁহার একশত ভার্য্যা ছিল, কিন্তু নিঃসন্তান হইয়া অরণ্যে গমন করেন। ঋষিগণ ইঁহার পুত্রার্থ ইন্দ্রদৈবত্যযজ্ঞ প্রবর্ত্তন করেন। একদা রাজা বনে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাঁহার হিতকামী ঋষিগণের যজ্ঞসদনে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার জন্যই রক্ষিত পুত্রোৎপত্তিকারণোদক পান করেন। তৎফলে যথাসময়ে যুবনাশ্বের দক্ষিণকুক্ষি ভেদ করিয়া এক সুলক্ষণ পুত্র উৎপন্ন হয়। পুত্র স্তন্যার্থ রোরুদ্যমান হইলে ইন্দ্র স্বীয় তর্জ্জনী প্রদান করেন বলিয়া ঐ পুত্রের নাম মান্ধাতা হয়। যুবনাশ্ব যথাকালে তপস্যাদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। অনন্তর মান্ধাতা সম্রাট্ হইয়া একাকী সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী শাসন করেন। দস্যুগণ তাঁহার প্রতাপে সন্ত্রস্ত হইত বলিয়া